বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২২ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283

TARGET POINT STUDY CIRCLE Estd 2014 P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET)
AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Golam Masud Biswas 482 (96.4%) | Sumaya Sultana 479 (95.8%) | Nayan Jabi 469 (93.8%) | Farhin Aktar 468 (93.6%) | Sonia Akhtar 460 (92%) | Asifa Khatun 460 (92%)

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

FARIA HOSSAIN — MBBS, I.P.G.M.E.R & S.S.K.M. Hospital, Kolkata.
PUNAM MANDAL — MBBS, Diamond Harbour Govt. Medical College
AFROJA KHATUN — North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
SUHANA AKHTAR — Calcutta National Medical College &Hospital, Kolkata
RIDA KALIMI — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
GOLAM MASUD BISWAS — ECE, Jadavpur University
ABDUL AJIJ — Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata
MD JISHAN ALI — MBBS, Collage of Medicine & JNM Hospital, Kalyani, Nadia
FAHIM ABRAR — MBBS, Collage of Medicine & Sagore Dutta & Hospital, Kamarhati, Kolkata
TAHIR ALAM — MBBS, Barasat Govt. Medical College & Hospital
NAIMA KHATUN — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
MONALISA KHATUN — MBBS, Deben Mahata Govt. Medical College & Hospital

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২২ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com | ২৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২২ সংখ্যা।। ১৮ পাতা | বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভর্তি চলছে

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস –উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 4

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com
২৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২২ সংখ্যা।। ১৮ পাতা
বুলেটিন সংখ্যা

নিউ টাউন পাবলিক স্কুল [উঃ মাঃ]

শুভ উদ্বোধন

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের আলাদা করে কোনো কোচিং এর প্রয়জন হয় না

১৮ মার্চ,২০২৬

একাদশ শ্রেণিতে (Science ও Arts) ভর্তি চলছে!

বোর্ড এক্সাম (H.S) এর পাশাপাশি NEET ও JEE প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা।

আমাদের বিশেষত্বঃ

- টার্গেট : সায়েন্স ও আর্টস বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে (সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে)।
- আবাসিক ও অনাবাসিক: ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক: বহিরাগত এক্সপার্টদের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং।
- মাধ্যম: বাংলা।

বিশেষ ধামাকা অফারঃ

প্রথম ২০ জন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি ফিতে ২০% ছাড়!

ঠিকানা

নিউটন পাবলিক স্কুল এইচএস পুখুরিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড, মালদা।

Mobile: 7865852758 / 9476268597

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 5

সংবাদ
নয়া জামানা

www.nayajamana.com
২৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২২ সংখ্যা।। ১৮ পাতা
বুলেটিন সংখ্যা

এক-দু'দফায় ভোটের আর্জি সব দলের
কমিশনের নিশানায় পুলিশ-প্রশাসন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে এক বা সর্বোচ্চ দু'দফায় ভোট সারতে চায় সব রাজনৈতিক দল। সোমবার কলকাতায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠকে এই আর্জিই জানিয়েছে তৃণমূল, বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে তারা। তবে বৈঠকের মেজাজ ছিল যথেষ্ট তপ্ত। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তৃণমূল ও সিপিএম। পাল্টা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাটা আঙুল' মন্তব্য টেনে কমিশনকে এফআইআর করার আর্জি জানিয়েছে বিজেপি। অন্য দিকে, প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বিনীত গোয়েল-সহ একাধিক আধিকারিককে কার্যত নজিরবিহীন ভর্ৎসনা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার সকালে রাজারহাটের এক হোটেলে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। বিজেপির প্রতিনিধি শিশির বাজোরিয়া, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাপস রায়রা ১৬ দফা দাবি পেশ করেন। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সর্বোচ্চ দু'দফায় ভোট। পাশাপাশি বুথে বুথে ক্যামেরা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঠিক ব্যবহারের দাবিও জানান তাঁরা।

সম্প্রতি জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে তাপস রায় বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের আঙুল কাটা মানে তো সংবিধানেরই আঙুল কাটা! তৃণমূলের এত বড় আস্পর্ধা হয়েছে!' বিজেপি চায় এই নিয়ে কমিশন আইনি পথে হাঁটুক। তৃণমূলের প্রতিনিধি ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও রাজীব কুমারের মূল নিশানায় ছিল এসআইআর প্রক্রিয়া। বৈঠক থেকে বেরিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন চন্দ্রিমা। তাঁর অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁর সঙ্গে যথাযথ আচরণ করেননি। চন্দ্রিমা বলেন, 'আমি মহিলা, আমাকে বলছেন ডোন্ট শাউট! মহিলাদের প্রতি আসলে ওঁদের শ্রদ্ধা নেই।' এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলায় কমিশন কথা বলতে না চাওয়ায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'তা হলে আর আমাদের ডাকলেন কেন?' ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে রাজ্যে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর কথায়, 'বিজেপি একটা ধারণা তৈরি করে দিয়েছে যে, এটা রোহিঙ্গা আর অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা। এই মৃত্যুর দায় কার? সিপিএমের মহম্মদ সেলিমও কমিশনের কড়া সমালোচনা করেন। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, 'কমিশন ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে মানুষকে শত্রু বানাল কেন? কেন নির্বাচন কমিশন হয়ে গেল নির্যাতন কমিশন?' কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্যরা জানান, দফা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই, তাঁরা শুধু অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট চান। রাজনৈতিক দলের পর প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন জ্ঞানেশ কুমার। সেখানে মেজাজ ছিল আরও কড়া। সূত্রের খবর, মাদক সংক্রান্ত 'নার্কোটিক্স অ্যাডভাইসরি কমিটি' এ রাজ্যে কেন নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জ্ঞানেশ। রাজ্য পদক্ষেপের কথা বলতে গেলে ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বিনীত গোয়েলকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন তিনি। জ্ঞানেশ বলেন, 'সব জানি, বসুন!' কমিশনের পর্যবেক্ষণ, অন্য রাজ্যে অনেক আগেই এই কাজ হয়েছে, বাংলা কেন পিছিয়ে? বিনীত ব্যাখ্যা দিতে গেলে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে জ্ঞানেশ জানান, সব তথ্য কমিশনের কাছে আছে। শুধু পুলিশ নয়, ভর্ৎসনার মুখে পড়ে আবগারি দফতর, মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আরবিআই-ও। কেন্দ্র বা রাজ্য; যে কোনও সংস্থার গাফিলতি হলে রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জ্ঞানেশ স্পষ্ট জানান, প্রত্যেকের কাজের 'ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট' আছে। জেলাশাসক বা পুলিশ সুপারদের সতর্ক করে তিনি বলেন, নির্দেশ অমান্য করলে বা গাফিলতি প্রমাণ হলে ভোটের পরেও বিভাগীয় তদন্তের মুখে পড়তে হবে। 'ইচ্ছাকৃত গরমিল হলে এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, যেখান থেকে ফেরার সুযোগ থাকবে না' এমন কড়া বার্তাও দেন তিনি। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গও বৈঠকে তোলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি সাফ জানান, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।' ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কোনও বোমা বা পিস্তলের অস্তিত্ব যেন না থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি। জ্ঞানেশের স্পষ্ট প্রশ্ন, 'কোনও সভ্য সমাজে ভোটের সময় কেন গোলাগুলি চলবে?' এই সংস্কৃতি বদলাতে হবে এবং পুলিশকে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ না করার কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। সোমবার দিনভর বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়েছে কমিশনকে। সকালে কালীঘাটে পুজো দিতে গেলে এবং বিমানবন্দরে নামার পর তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেয় বিক্ষোভকারীরা। মঙ্গলবার মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর দিল্লি ফিরে যাবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ছবি-সংগৃহিত ।

মমতাকে ধরনা তোলার
আর্জি অভিষেকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দলনেত্রীর স্বাস্থ্যের উদ্বেগে এবার তাঁকেই ধরনা তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ৬০ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার ফেরানোর দাবিতে ধর্মতলার ধরনামঞ্চে সোমবার দাঁড়িয়ে অভিষেক স্পষ্ট করে দিলেন, যতক্ষণ না নির্বাচন কমিশন এসআইআরে বিচারাধীন ভোটারদের অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ তৃণমূল রাজপথে থাকবে। তবে দিদির স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তিনি বলেন, 'আপনি রাস্তায় থাকতে চান। কিন্তু রাজ্যের মানুষের স্বার্থে তাদের জন্য লড়াইয়ের কথা ভেবে আপনার শরীর খারাপ করবেন না। তৃণমূলের ছাত্র যুব আছে। তারা লড়াই বুঝে নেবে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনা কর্মসূচিকে ঘিরে প্রথম থেকেই টানটান উত্তেজনা ছিল। সোমবার চতুর্থ দিনে পা দেওয়া এই অবস্থান থেকে অভিষেক বুঝিয়ে দেন, লড়াই এখন আর কেবল রাজপথের নয়, তা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার বৃহত্তর সংগ্রাম। কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা নেন। তাঁর এই 'জননেত্রী' ভাবমূর্তিই তৃণমূলের বড় শক্তি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েও সাধারণ মানুষের স্বার্থে

এভাবে দিনের পর দিন রাস্তায় বসে থাকা কেবল প্রতীকী নয়, বরং এক কঠোর জেদ। কিন্তু রাজ্যের অভিভাবিকার শারীরিক অবস্থা নিয়ে দলের অন্দরে যথেষ্ট উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সেই জায়গা থেকেই সোমবার প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক দলনেত্রীকে সরাসরি অনুরোধ করেন শরীর ঠিক রাখার জন্য। অভিষেকের এই বার্তার পরেই আগামীর রণকৌশল স্পষ্ট করেছে ঘাসফুল শিবির। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্রুত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ধরনামঞ্চের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাবে যুব সংগঠন। দলের নির্দেশ অনুযায়ী, সমস্ত কর্মী-সমর্থকদের সকালের মধ্যেই সভাস্থলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। আসলে দিদির অনুপস্থিতিতেও যাতে আন্দোলনের তেজ এতটুকু না কমে, সেই দায়িত্বই কাঁধে তুলে নিতে চাইছে ছাত্র-যুবরা।যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙার চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতা বরাবরই আপসহীন। কেন্দ্রে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলাই হোক বা আমজনতার স্বার্থরক্ষা তৃণমূল নেত্রীর ইউএসপি হল সরাসরি ময়দানে নামা। তবে মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে দল যে এই লড়াইকে আরও বড় আকার দিতে চাইছে, তা রবিবারের ঘটনাক্রমেই স্পষ্ট। এখন দেখার, সেনাপতির এই আবেগঘন আর্জি শুনে শেষ পর্যন্ত জননেত্রী ধরনা তুলে নেন কি না।

রাষ্ট্রপতি-বিতর্কে মমতার ছবি-বাণ,
পাল্টা 'সস্তা রাজনীতি'র তোপ বিজেপির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে 'অসম্মান' ইস্যুতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা চালকে 'সস্তা রাজনীতি' বলে দাগিয়ে দিয়ে আসরে নামল বঙ্গ বিজেপি। মোদি-আদবানি-মুর্মুর একটি ছবি ঘিরে দু'পক্ষের সংঘাত এখন তুঙ্গে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, তথ্য বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার 'ভুয়ো কারখানা' চালাচ্ছে তৃণমূল। প্রোটোকলের দোহাই দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তিকে নস্যাৎ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্য সফরে এসে রাষ্ট্রপতি অপমানিত হয়েছেন। প্রোটোকল না মানায় খোদ প্রধানমন্ত্রী নিন্দা করেছেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রিপোর্ট তলব করেছে। এর জবাবে মেট্রো চ্যানেলের ধরনা মঞ্চে একটি ছবি দেখিয়ে পাল্টা আক্রমণ শানান মমতা। ছবিতে দেখা যায়, লালকৃষ্ণ আদবানিকে সম্মান জানানোর সময় রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী বসে রয়েছেন। মমতা প্রশ্ন তোলেন, 'রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছেন আর প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন । আমরা কখনও এমনটা করি না । তিনি আরও বলেন, 'আমরা (সাংবিধানিক) পদকে পূর্ণ সম্মান দিই । আমরা আমাদের সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান দিই ।

কারণ, আমাদের সংবিধান আমাদের মায়ের মতো । শুধুমাত্র নির্বাচন আসছে বলে যা খুশি বলতে পারেন, বাংলাকে দোষারোপ করতে পারেন, শুধুমাত্র আপনি বাংলাকে টার্গেট করেছেন বলে !' পাল্টা ভিডিও প্রকাশ করে বিজেপি দাবি করেছে, ভারতরত্ন প্রদানের সময় সরকারি প্রোটোকল অনুযায়ী অন্যরা বসে থাকেন। কোনও নিয়ম ভাঙা হয়নি। বিজেপির এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'এটা লজ্জাজনক যে, তৃণমূল কংগ্রেস আবারও মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতরত্ন শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানির সঙ্গে জড়িত একটি মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্তকে সস্তা রাজনীতির জন্য বিকৃত করার চেষ্টা করছে ।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ইস্যুতে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর প্রশ্ন, রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের পরও কেন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চাইবেন না? তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ২০২১ সালের কলাইকুণ্ডার ঘটনা। শুভেন্দুর অভিযোগ, সাংবিধানিক প্রধানদের অপমান করা তৃণমূলের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এমনকি অমিত শাহের হেলিকপ্টার নামা বা প্রধানমন্ত্রীর সভার অনুমতি নিয়েও রাজ্য সরকার টালবাহানা করেছে বলে তাঁর দাবি। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের মুখে রাষ্ট্রপতিকে 'অসম্মান' এবং 'প্রোটোকল' যুদ্ধ এখন বঙ্গ রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ইভিএমেও কারচুপি করবে বিজেপি'
বিজেপির 'প্ল্যান টু' ফাঁস করলেন মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই রাজ্য রাজনীতিতে পারদ চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকে বিজেপি এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে একযোগে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট অভিযোগ করেন, কেবল ভোটার তালিকায় নাম কাটাই নয়, ইভিএম মেশিনেও কারচুপি করার সুপরিকল্পিত ছক কষেছে বিজেপি। এই লড়াইয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে নজিরবিহীন কটাক্ষ করেছেন তিনি। মমতার হুঁশিয়ারি, ইডি-সিবিআই দিয়ে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না, 'ছাব্বিশের ভোটে' মানুষ বিজেপিকে বিদায় জানাবে। এ দিন ধরনামঞ্চ থেকে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এদের প্ল্যান ওয়ান হচ্ছে ভোটার কাটা। প্ল্যান টু হচ্ছে ইভিএম মেশিন কারচুপি। আমি অলরেডি খবর পেয়েছি এবং তার প্রিকশন আমরা নেব।' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর অপব্যবহার নিয়ে কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি জানান, প্রযুক্তির সাহায্যে ঠিকানা বা পদবি বদলে দিয়ে মানুষের

ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বিশেষত মহিলাদের বিয়ের পর ঠিকানা বদল বা নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার বিষয়টিকে হাতিয়ার করে এই জালিয়াতি চলছে বলে তাঁর দাবি।গণনা পর্বেও জালিয়াতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, 'ভোটগুলো যখন কাউন্টিংয়ে বেরোবে, বিজেপির সিটগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরটা পরে দেখাবে। যাতে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যায় আর অফিসারদের ম্যানিপুলেট করতে পারে, যাতে তারা ভয় পায়।' নির্বাচন কমিশনারকে আক্রমণ করে মমতার ব্যঙ্গোক্তি, 'বেচারা ভ্যানিশ কুমার! আমি কোনও চেয়ারকে অপমান করছি না, ভ্যানিশ কথাটা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ করে হোয়াইট করে দেওয়া হয়। স্ট্রং ভ্যানিশিং পাউডার।'রাজ্যের আমলাদের ভয় দেখানোর বিরুদ্ধেও সরব হন মমতা। কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'মে মাসের পরে আপনি থাকবেন তো আপনার চেয়ারে? আগে সেটা ঠিক করুন। সুপার গড হয়ে গিয়েছেন, বাচ্চাদের স্পাইডারম্যান হয়ে গিয়েছেন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন!' ভোটের চাপে ১৯০ জনের বেশি ভোটকর্মীর মৃত্যু হয়েছে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শোকজের একটা নোটিশ একটা মৃত্যু। ১৯০ জনের উপর লোক মারা গিয়েছে। আপনার মুখ দিয়ে একটা বাক্যও সরেনি। মনে রাখবেন এই মৃত আত্মাগুলো কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে।'বিজেপির বিরুদ্ধে কালো টাকা ছড়ানোর অভিযোগ তুলে মমতা দাবি করেন, লোকভবনকে 'বিজেপি ভবন' বানিয়ে টাকা আমদানি-রপ্তানি করা হচ্ছে। রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম এবং সিএএ-এনআরসি ইস্যুতেও কেন্দ্রকে কড়া আক্রমণ করেন তিনি। সবশেষে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে তাঁর বার্তা, 'যতই কর হামলা, জিতবে কিন্তু বাংলা। আবার জিতবে বাংলা।'

স্পিকারের বিরুদ্ধে
অনাস্থা ঝুলেই রইল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের বহুচর্চিত অনাস্থা প্রস্তাব সোমবার পেশই করা গেল না। ইরান ও ইজরায়েল সংঘাত নিয়ে উত্তাল হল লোকসভা। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভে পণ্ড হল অধিবেশন। ফলে নিজের আনা অস্ত্রেই শেষ পর্যন্ত হাত পুড়ল কংগ্রেসের। এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল 'ইন্ডিয়া' মঞ্চ। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার দাবিতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তাঁদের সাফ কথা, 'মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ভারতের অবস্থান এই মুহূর্তে অনেক বেশি জরুরি।' সেই সঙ্গে তাঁদের দাবি, খোদ প্রধানমন্ত্রীকে এই ইস্যুতে সংসদে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিতে হবে। কিন্তু সেই আর্জি সরকার পক্ষ না মানায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কক্ষ। দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় সভার কাজ। উল্লেখ্য, পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগে ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আগেই অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস দিয়েছিল কংগ্রেস। তাতে সই করেছিল ডিএমকে ও সমাজবাদী পার্টির মতো শরিক দলগুলি। সংবিধানের ৯৪(সি) ধারা মেনে চোদ্দো দিন আগে এই নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সংসদীয় নিয়ম মেনেই এদিন স্পিকারের চেয়ারে বসেননি বিড়লা। পরিবর্তে সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রবীণ বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল। তিনি বারবার অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরুর ডাক দিলেও বিরোধীরা যুদ্ধের ইস্যুতেই অনড় থাকেন। সরকার পক্ষ আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকলেও বিরোধী হইচইয়ে তিনবার মুলতুবি হয় অধিবেশন। প্রথমে দুপুর ১২টা, পরে বিকেল ৩টে এবং শেষে সারা দিনের মতো সভা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ বিরোধীদের দাবি ছিল অনেক বেশি জোরালো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, খোদ বিরোধী শিবিরই তাদের আনা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সুযোগ হারাল। আপাতত মঙ্গলবার ফের এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সোমবারের এই বিশৃঙ্খলায় দিনের শেষে অমীমাংসিতই থেকে গেল স্পিকারের অপসারণ ইস্যু। এখন দেখার, মঙ্গলবার কোন দিকে মোড় নেয়।

রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল-বিতর্ক,
শাহের মন্ত্রকে রিপোর্ট নবান্নর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফরে প্রোটোকল লঙ্ঘন এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে তৈরি হওয়া জলঘোলা মেটাতে তৎপর হল নবান্ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তলব করা রিপোর্টের জবাব পাঠালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। রবিবার বেলার দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের কাছে পাঠানো ওই রিপোর্টে অনুষ্ঠানের স্থানবদল থেকে শুরু করে প্রশাসনিক স্তরের প্রতিটি সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, 'ব্লু বুক' মেনেই যে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হয়েছিল, নথিসহ সেই যুক্তিই সাজিয়েছেন মুখ্যসচিব। বিতর্কের মূলে ছিল রাষ্ট্রপতির সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি-র অনুপস্থিতি। কেন ভিভিআইপি প্রোটোকল ভেঙে শীর্ষ সারির কর্তারা উপস্থিত ছিলেন না, তা নিয়ে নজিরবিহীন প্রশ্ন তুলেছিল অমিত শাহের মন্ত্রক। চিঠিতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী ও সাঁওতাল সম্মেলনের স্থান পরিবর্তনের কারণও খতিয়ে দেখতে চেয়েছিল কেন্দ্র। পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজ্যের এক আমলা জানিয়েছেন, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ক্রম এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রমাণ দিল্লিকে পাঠানো হয়েছে।

ব্রাত্য সিএএ আবেদনকারীরাও
সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল রাজ্যের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে গণহারে নাম বাদ পড়ার অভিযোগে এবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কড়া নাড়ল রাজ্য সরকার। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের এজলাসে এই স্পর্শকাতর বিষয়টি উত্থাপন করেন রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়া নিয়ে চলা মূল মামলার সঙ্গেই এই আবেদন শোনার আর্জি জানিয়েছে নবান্ন। মঙ্গলবার এই বিষয়ে শুনানির সম্ভাবনা থাকলেও প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এভাবে আবেদন করা সাজে না। আদালতে রাজ্যের সওয়াল ছিল অত্যন্ত জোরালো। আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'আমাদের (ভোটারদের) নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। নথিও রেকর্ড করা হয়নি। তাঁরাও তো ভোটার। তাঁরা

আগে ভোট দিয়েছেন, এখন তাঁদের নথি নেওয়া হচ্ছে না।' এই যুক্তির প্রেক্ষিতেই তিনি আইনের ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারার উল্লেখ করে বিষয়টি মূল মামলার অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানান।

প্রধান বিচারপতি তখন পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আমাদের তো আরও কাজ আছে নাকি!' তবে শেষ পর্যন্ত তিনি মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে আসার অনুমতি দিয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যে 'এসআইআর' প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। একদিকে ধর্মতলায় এই ইস্যুতে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে কলকাতায় পা রেখেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। শীর্ষ আদালত আগেই জানিয়েছিল, ভোটার তালিকা সংশোধনে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ সীমিত জেনেও রাজ্য সরকার এদিন সরব হয়েছে। এর পাশাপাশি সিএএ আবেদনকারীরাও এসআইআর তালিকায় ব্রাত্য থাকার অভিযোগে পৃথক ভাবে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

কুনোর জঙ্গলে চিতার হাফসেঞ্চুরি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভারতের মাটিতে চিতা সংরক্ষণে নয়া মাইলফলক। মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে নামিবিয়া থেকে আসা চিতা 'জ্বালা' জন্ম দিল পাঁচ শাবকের। সোমবার এই সুখবর আসতেই খুশির হাওয়া বন দপ্তরে। এই পাঁচ নতুন সদস্যের আগমনে দেশে চিতার মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৩-তে। কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপিন্দর যাদব এক্স হ্যান্ডলে এই সাফল্যের কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'চিতা প্রকল্পের জন্য

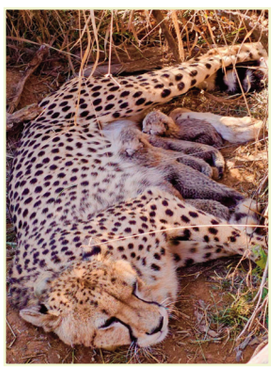

গর্বের মুহূর্ত, জ্বালা নাম্নী নামিবিয়া থেকে আনা চিতা তৃতীয় বার মা হয়েছে। এবার কুনো জাতীয় উদ্যানে সে জন্ম দিয়েছে পাঁচ শাবকের। এর ফলে এখানে শাবকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩।' ২০২২ সালে মোদী সরকারের হাত ধরে শুরু হওয়া 'প্রোজেক্ট চিতা'র অধীনে নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা হয়েছিল ২০টি চিতা। বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন পরিবেশে চিতা টিকিয়ে রাখার হার যেখানে মাত্র ৪০ শতাংশ, সেখানে ভারতের সাফল্য নজরকাড়া।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 6

সম্পাদকীয়

অনুমতির তেল, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

ভারত কি নিজের জ্বালানি নীতি নিজেই ঠিক করে নাকি বিশ্ব রাজনীতির শক্তিধর দেশগুলির ইশারাতেই সেই নীতি নির্ধারিত হয় ? রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা নিয়ে আমেরিকার সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা এই প্রশ্নকেই সামনে এনে দিয়েছে।সম্প্রতি মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট এক সাক্ষাৎকারে জানান, বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সমুদ্রে ভাসমান রুশ তেল কেনার জন্য অনুমতি দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে সাময়িক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষিতে এই ছাড় দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, আগে আমেরিকার অনুরোধে ভারত রাশিয়ার পরিবর্তে মার্কিন তেল ব্যবহারের কথাও বিবেচনা করেছিল।এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে দেশে। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অভিযোগ, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জ্বালানি নীতি যদি অন্য দেশের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল বলে মনে হয় তবে তা দেশের মর্যাদার জন্য প্রশ্ন তুলে দেয়। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রসঙ্গ তুলে ধরে তীব্র কটাক্ষ করেন। তাঁর বক্তব্য, এই মন্তব্য কার্যত দেখিয়ে দিল যে ভারতের নীতিনির্ধারণে ওয়াশিংটনের প্রভাব কতটা।অন্যদিকে কেন্দ্রের শাসক দল ও সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য ভিন্ন। তাদের দাবি, আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও অর্থনীতির বাস্তবতা মেনেই বড় দেশগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলতে হয়। বিশ্ববাজারে তেলের দাম, সরবরাহ এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি;সব মিলিয়েই জ্বালানি নীতি নির্ধারণ করা হয়। ফলে এটিকে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন হিসেবে দেখার কোনও কারণ নেই বলেই তারা মনে করে।তবে বিতর্কের মূল প্রশ্নটি এখানেই। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি আমদানিকারক দেশ। রাশিয়া, আমেরিকা কিংবা পশ্চিম এশিয়ার দেশ সব ক্ষেত্রেই ভারতের সম্পর্ক কৌশলগত। কিন্তু যখন কোনও বিদেশি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রকাশ্যে বলেন যে তারা ভারতকে তেল কেনার অনুমতি দিয়েছে, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, বিশ্ব রাজনীতির জটিল বাস্তবতায় বড় শক্তিগুলির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা সহজ নয়। তবু একটি আত্মবিশ্বাসী ও উদীয়মান শক্তি হিসেবে ভারতের কাছে প্রত্যাশা থাকে নিজস্ব স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষা করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার।শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই-ভারতের জ্বালানি নীতি কি কেবল অর্থনৈতিক বাস্তবতার ফল নাকি তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কূটনৈতিক চাপের ছায়াও ?সেই উত্তরই এখন খুঁজছে দেশের রাজনৈতিক পরিসর।

মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিগর্ভ মোহনা ঃ
ইরান সংকট ও বিশ্ব শান্তির ভবিষ্যৎ

সুনীল মাইতি
প্রাবন্ধিক

মধ্যপ্রাচ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ মানে কেবল দুটি দেশের লড়াই নয়; এটি বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্থিতিশীলতার উপর এক ভয়াবহ আঘাত। বর্তমানের সংযম ই হতে পারে ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এখন মধ্যপ্রাচ্য; যেখানে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ছায়াযুদ্ধ এখন সরাসরি সংঘাতের রূপ নিয়েছে। গত কয়েক দশকের মধ্যে ইরান এখন সবচেয়ে বড় সামরিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই সংঘাত কেবল দুটি দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি একটি বৈশ্বিক অস্থিরতার অশুভ সংকেত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে গত বছরের অক্টোবর থেকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলা এবং তার জবাবে ইরানের সরাসরি ড্রোন ও মিসাইল আক্রমন এই অস্থিরতাকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে।

লেবাননের 'হিজবুল্লাহ' এবং ইয়েমেনের 'হুথি' বিদ্রোহীদের উপর ইসরাইলের ক্রমাগত চাপ এবং ইরানের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের টার্গেট কিলিং তেহরানকে এক কঠিন সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।ইরানের সামগ্রিক শক্তির মূল ভিত্তি হল তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ড্রোন এবং ব্যালিস্টিক মিশন প্রোগ্রাম ভৌগোলিক দিক থেকে ইরান অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী যার মাধ্যমে বিশ্বের মোট তেলের প্রায় ১৫০ মাংস সরবরাহ হয়; তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ইরানের হাতে যদি এই সংঘাত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের রূপ নেয়; তবে ইরান এই পথটি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিতে পারে; যা বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নামানোর জন্য যথেষ্ট।অন্যদিকে ইসরাইলের 'অ্যারো এবং 'ডেভিডস স্লিঙ এর মত অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানের আক্রমণ কি প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। তবে ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্ক যাকে তারা অক্ষশক্তি বলে। ইসরাইলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। ইরান সংখ্যাটির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে বিশ্ব বাজারে যুদ্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি একশো ডলার সমান উপক্রম হয়েছে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যারা আমদানিকৃত জ্বালানির উপর নির্ভরশীল; তাদের জন্য এই যুদ্ধ এক ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে। লোহিত সাগরের হুথী বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে জাহাজ চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায়; বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত। মধ্যপ্রাচ্য ভারতের জন্য কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নয়; এটি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং কয়েক মিলিয়ন নাগরিকের জীবিকার আধার।

ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার বর্তমান সংঘাত ভারতকে এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা ভারতের

আভ্যন্তরীণ বাজারে সরাসরি প্রভাব ফেলে..

মুদ্রাস্ফীতি ঃ তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে এক(১) ডলার বাড়লে ভারতের আমদানি বিল শত শত কোটি টাকা বেড়ে যায়। এর ফলে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়; যা সরাসরি খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।

সরবরাহ বিঘ্ন ঃ যদি ইরান 'হরমুজ প্রণালী' বন্ধ করে দেয়; তবে ভারতের তেল ও এল এন জি সরবরাহ চরম সংকটে পড়বে।

মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ৯০ লাখের বেশি ভারতীয় কর্মরত রয়েছেন। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ১৯৯০ সালের কুয়েত সংকটের মতো বড় ধরনের উদ্ধার অভিযানের প্রয়োজন হতে পারে; যা ভারতের জন্য বিশাল লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ। ভারতের মোট রেমিটেন্সের প্রায় ৩০থেকে ৪০ আসি মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এই প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভে বড় ধরনের টান পড়বে। ভারত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক করিডরের সাথে যুক্ত যা এই যুদ্ধের কারণে থমকে যেতে পারে। IMEC-S India Middle East Europe Economic CorridorV জি-২০ সম্মেলনে ঘোষিত এই প্রকল্পটি ইসরাইলের হাইফা বন্দর হয়ে যাওয়ার কথা। যুদ্ধ চললে এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। INSTCSInternational North south Transport CorridorV, এটি ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে রাশিয়া ও ইউরোপের সাথে ভারতকে যুক্ত করে। ইরানের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা বা সরাসরি যুদ্ধ এই রুটটিকে অকেজো করে দিতে পারে। ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ভারসাম্য রক্ষা করা। ভারত ও ইসরাইলের মধ্যে গভীর প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। ইসরাইল ভারতের অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। অন্যদিকে ভারতের জন্য ইরান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে এড়িয়ে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশের জন্য। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সাথে ভারতের বর্তমান সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সেরা অবস্থানে আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই তিন পক্ষের সাথেই সমন্বয় করে চলতে হচ্ছে।

আঞ্চলিক ও অস্থিতিশীলতা দক্ষিণ এশিয়ায় উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে পারে; যা ভারতের আভ্যন্তরী নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের কারণ। এছাড়া সামুদ্রিক বাণিজ্য পথে (যেমন লোহিত সাগর) ড্রোন হামলা ভারতের এক্সপোর্ট -ইমপোর্ট সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই যুদ্ধে বিশ্ব স্পষ্টতই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেখ. পশ্চিমা ব্লক যুক্তরাষ্ট্র; বৃটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সরাসরি ইসরাইলের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলীয় মেরু ঃ

চীন ও রাশিয়া ইরানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইরানি ড্রোন ব্যবহার করছে; ফলে ইরানের প্রতি মস্কোর সমর্থন এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ্য। ইরানি ব্যবহার করছে।অন্যদিকে; চীন মধ্যপ্রাচ্যে তার অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় স্থিতিশীলতা চায়; তবে তারা মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইরানের অবস্থানকে সমর্থন করে।ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এই উত্তেজনার পেছনে সবচেয়ে বড় অনুঘটক। ইসরাইল বারবার সতর্ক করেছে যে তারা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেবে না। যদি ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা গুলিতে সরাসরি হামলা চালায়; তবে তা আর কেবল আঞ্চলিক সংঘাত থাকবে না; বরং তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে। ইরানকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের এই দহন আসলে বিশ্ব নেতৃত্বের এক চরম পরীক্ষা। শক্তি প্রদর্শন কিংবা প্রতিশোধের রাজনীতি কখনোই টেকসই সমাধান আনতে পারেনা।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়; বিশেষ করে জাতিসংঘকে এখানে কেবল 'নিন্দা' জানানোর গণ্ডি পেরিয়ে কার্যকর মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। তেহরান এবং তেল আবিভ, উভয় পক্ষকে বুঝতে হবে যে; একটি ভুল পদক্ষেপ পুরো সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে। শান্তি কেবল আলোচনার টেবিলে সম্ভব; রণক্ষেত্রে নয়।

জীবনী

অতুল প্রসাদ সেন

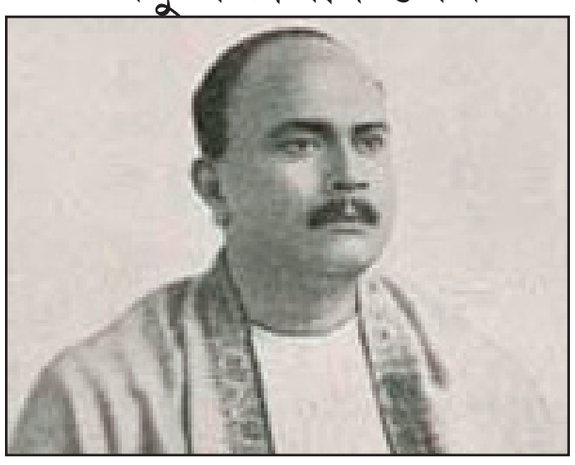

অতুল প্রসাদ সেন বাংলা সাহিত্যের পঞ্চকবির অন্যতম এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ১৮৭১ সালের ১০ মার্চ ঢাকার মগবাজারের এক বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে অনেকটা বাউল এবং লোকসংগীতের আবহে। বাল্যকালেই পিতৃহারা হওয়ায় দাদামশাই কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছে তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁর দাদামশাই ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভক্তিবাদী গায়ক ও লেখক, যাঁর প্রভাব অতুলের পরবর্তী জীবনের সংগীতে গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। অতুল প্রসাদ ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার এবং প্রথিতযশা আইনজীবী। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।শিক্ষা জীবনে অতুল প্রসাদ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ঢাকা ও কলকাতা থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি ইংল্যান্ডে যান আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে। সেখান থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে ফিরে এসে তিনি লখনউতে ওকালতি শুরু করেন। লখনউ শহরটি ছিল তাঁর জীবনের কর্মভূমি এবং শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি প্রবাসী বাঙালিদের এক করার লক্ষ্যে 'বেঙ্গলি ক্লাব' গঠন করেন এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের সংস্পর্শে আসেন। লখনউয়ের ঠুমরি, দাদরা ও গজল গানের তাল ও সুর তাঁর ভেতরে এক নতুন সাংগীতিক চেতনার জন্ম দেয়। তিনি হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের সঙ্গে বাংলা গানের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে 'অতুল প্রসাদীয় গান' হিসেবে এক স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি করে।

তাঁর রচিত গানের মূল সুর ছিল প্রেম, ভক্তি ও নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতা। বিরহ এবং সমর্পণের এক করুণ বিষাদ তাঁর অধিকাংশ গানের প্রাণ। অতুল প্রসাদের গানের বাণীগুলো ছিল অত্যন্ত সহজ কিন্তু গভীর ভাবপ্রকাশক। তিনি মোট ২০৬টি গান রচনা করেছিলেন যা সংখ্যায় কম হলেও গুণগত মানে ছিল অনবদ্য। তাঁর গানে যেমন ধ্রুপদী রাগাশ্রয়ী সুরের উপস্থিতি ছিল, তেমনি ছিল বাউল ও কীর্তনের প্রভাব। তাঁর সংগীতে স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ছিল অত্যন্ত তীব্র। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর লেখা ক্ষ্মমোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষাক্ষ্ম গানটি প্রতিটি বাঙালির রক্তে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল। এই একটি গানই তাঁকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য যথেষ্ট।পেশাগত জীবনে আইনজীবী হিসেবে অতুল প্রসাদ লখনউতে দারুণ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর অর্জিত অর্থের একটি বড় অংশ তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি অকাতরে দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সখ্য ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং পরোপকারী স্বভাব তাঁকে দলমত নির্বিশেষে সবার প্রিয় করে তুলেছিল।

অতুল প্রসাদ সেনের জীবন ছিল কর্ম এবং সাধনার এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। ব্যক্তিগত জীবনে নানা টানাপোড়েন থাকলেও তিনি তাঁর শিল্পের মাধ্যমে শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট লখনউতে এই মহান স্রষ্টার জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া কালজয়ী গানগুলো আজও বাঙালির পূজা, প্রার্থনা এবং একাকীত্বের পরম সঙ্গী হয়ে আছে। বাংলা গানের ধারায় তিনি এমন এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুরের আবেশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাঁর সৃষ্টি আজও আধুনিক বাংলা গানের পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃত।

নিভৃতচারী আলোকবর্তিকা শ্রীমতী নিভা রায়চৌধুরী ও পুরুলিয়ার নারী শিক্ষা আন্দোলন

দেবরাজ মাহাতো

বাংলার নারী শিক্ষার ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকেও নিভৃতে এক একটি আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলেছেন। শ্রীমতী নিভা রায়চৌধুরী, যাঁকে ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীরা পরম শ্রদ্ধায় 'বড়দিমণি' বলে ডাকতেন, তিনি ছিলেন তেমনই একজন মহীয়সী নারী। পুরুলিয়ার শিক্ষা বিস্তারে এবং বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ঢাকার আভিজাত্য থেকে পুরুলিয়ার কর্মভূমি;তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রাপথ ছিল ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সংগ্রামের এক অনন্য উপাখ্যান।নিভা রায়চৌধুরীর জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ সালে এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকার কাশীপুর জমিদার বাড়িতে। আভিজাত্য এবং সংস্কৃতির আবহে বড় হয়ে ওঠা নিভা দেবীর রক্তে ছিল শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ। তাঁর মামার বাড়ি ছিল কলকাতার ভবানীপুরের 'মজুমদার বাড়ি'। উল্লেখ্য যে, তাঁর মা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক এবং হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের পৌত্রী। এই পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাবেই শৈশব থেকেই তিনি আধুনিক ও উন্নত চিন্তাধারায় বড় হয়ে ওঠেন।নিভা দেবীর শৈশবের একটি বড় অংশ কেটেছে কলকাতায় তাঁর মামার বাড়িতেই। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি এবং বিকাশ ঘটে তৎকালীন কলকাতার প্রখ্যাত 'গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল'-এ। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে তিনি ছোটবেলা থেকেই সকলের নজর কেড়েছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পরপরই তাঁর জীবনে এক বড় পরিবর্তন আসে।

শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ শুধুমাত্র স্কুলের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক এবং বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। সেই সময়ে একজন নারীর জন্য উচ্চশিক্ষা অর্জন করা ছিল অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয়। তাঁর শিক্ষক হিসেবে পথচলার পেছনে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রী হরপ্রসাদ মিত্রের অনুপ্রেরণা ছিল অপরিসীম।অল্প বয়সেই নিভা দেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর পরিহাসে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি তাঁর স্বামীকে হারান। এই অকাল বৈধব্য তাঁর জীবনকে এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিলেও তিনি ভেঙে পড়েননি। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করার এক অদম্য মানসিকতা তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছিল। এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর

দেওর, সুপণ্ডিত ডঃ এম. এন. রায়। শোকবিহ্বল ভ্রাতৃবধূকে অশিক্ষার অন্ধকার ও সামাজিক কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বের করে এনে শিক্ষার ব্রতে নিয়োজিত করতে তিনি বড় ভূমিকা পালন করেন।পঞ্চাশের দশকের একদম শুরুতে নিভা রায়চৌধুরী পুরুলিয়া শহরে পদার্পণ করেন। তৎকালীন বিহার সরকারের নির্দেশে তিনি 'শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়'-এর প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে পুরুলিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। সরকারি সুযোগ-সুবিধা ছিল নগণ্য। কিন্তু অদম্য নিভা দেবী দমে যাননি। প্রায় ৯৫ শতাংশ বাঙালি অধ্যুষিত পুরুলিয়া তখন বিহারের অংশ হওয়ার কারণে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার পরিবেশ ছিল প্রতিকূল।নিভা রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে 'শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়' এক নতুন প্রাণ পায়। তিনি শুধু স্কুলের প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কারিগর।সেই যুগে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো ছিল চ্যালেঞ্জের কাজ। তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের বুঝিয়ে ছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে আসতেন।

তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং সুযোগ্য পরিচালনায় স্কুলটি অচিরেই একটি সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, নাচ, গান, আবৃত্তি এবং বিতর্ক সভার আয়োজন করে ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করতেন।

নিভা দেবী ছিলেন দূরদর্শী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে সরকারি স্বীকৃতি আসে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে স্কুলের বিজ্ঞান ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে স্কুলটি যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়, তখন তার বিজ্ঞান ভবনটি উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীমতী পদ্মা নাইডু।

তাঁর সময়ে ছাত্রীরা জেলা বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মডেল নির্মাণের পুরস্কারও ছিনিয়ে এনেছিল, যা ছিল সেই সময়ে নারী শিক্ষার এক অভাবনীয় সাফল্য।

নিভা রায়চৌধুরী বা 'বড়দি' ২রা জানুয়ারি, ১৯৯৮ প্রয়াত হন। কিন্তু তাঁর আদর্শ আজও পুরুলিয়ার ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত। যখন শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁরা গর্বের সাথে তাঁদের 'বড়দিমণি'র কথা স্মরণ করেন। তাঁর ত্যাগ, শ্রম এবং একাগ্রতা ছাত্রীদের শিখিয়ে গেছে যে, প্রতিকূল পরিস্থিতি কখনো লক্ষ্য অর্জনে বাধা হতে পারে না।

আজকের প্রজন্মের কাছে নিভা রায়চৌধুরী এক প্রেরণাদায়ী নাম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে পাথেয় করে বর্তমানের ছাত্রীরা আরও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক এবং স্বনির্ভর ও সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক ;এটাই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।

শ্রীমতী নিভা রায়চৌধুরী কেবল একজন প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকার জমিদারি বিলাস ছেড়ে পুরুলিয়ার রুক্ষ মাটিতে শিক্ষার বীজ বপন করা কোনো সাধারণ কাজ ছিল না। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞানমেলায় 'নিভা রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন তাঁর কর্মের প্রতি একটি ছোট সম্মান মাত্র। যতদিন পুরুলিয়ায় নারী শিক্ষার ইতিহাস আলোচিত হবে, নিভা রায়চৌধুরীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তথ্যসূত্র ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান আধিকারিক), শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের লেখা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 7

মহানগর
নয়া জামানা

বার কাউন্সিলের ভোট যুদ্ধ হল, ২৩ আসনে ৭৫ প্রার্থী

শুরু হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের হাইভোল্টেজ নির্বাচন। সোমবার সকাল ১০টা থেকে কলকাতা হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের সমস্ত আদালতে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই প্রক্রিয়া। ২৩টি আসনের জন্য লড়াই করছেন মোট ৭৫ জন প্রার্থী।

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ শুরু হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের হাইভোল্টেজ নির্বাচন। সোমবার সকাল ১০টা থেকে কলকাতা হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের সমস্ত আদালতে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই প্রক্রিয়া। ২৩টি আসনের জন্য লড়াই করছেন মোট ৭৫ জন প্রার্থী। রাজ্যের কয়েক হাজার আইনজীবী আগামী দু'দিন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নতুন নেতৃত্ব বেছে নেবেন। আইন মহলের এই লড়াইয়ে শাসক থেকে বিরোধী,সব শিবিরের আইনজীবীরাই এখন ময়দানে। এবারের নির্বাচনে ২৩টি আসনের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। মোট প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা আইনজীবী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, ভোটের ফলের পর বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া আরও দুই মহিলা সদস্যকে মনোনীত করবে। ফলে সব মিলিয়ে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা দাঁড়াবে দুইয়ে। রাজনৈতিক সমীকরণের নিরিখে এবারের নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত ২৩ জন, বিজেপি সমর্থিত ২২ জন এবং বামপন্থী ১২ জন প্রার্থী সরাসরি লড়াইয়ে রয়েছেন। এছাড়াও ১৮ জন নির্দল প্রার্থী ভোটযুদ্ধে শামিল হয়েছেন। হাইকোর্ট চত্বরে ভোট দেওয়ার জন্য তিনটি বুথ তৈরি করা হয়েছে। সকাল থেকেই কালো কোট পরা আইনজীবীদের লম্বা লাইন নজর কেড়েছে। প্রায় ১০ হাজার আইনজীবী এখানে ভোট দেবেন। তবে রাজ্যের সব জেলা আদালতে একযোগে ভোট চলায় ফলাফল জানতে বেশ কিছুটা সময় লাগতে পারে।

উল্লেখ্য, গতবার বার কাউন্সিলের ফল প্রকাশ হতে প্রায় তিন মাস সময় লেগেছিল। এবারের গণনার ক্ষেত্রেও সেই দীর্ঘসূত্রতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না ওয়াকিবহাল মহল। ভোটের আবহে বিতর্কও কম হয়নি। খসড়া ভোটার তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না থাকা নিয়ে জল গড়িয়েছিল হাইকোর্ট পর্যন্ত।

পরে অবশ্য সেই তালিকা সংশোধন করা হয়। অন্যদিকে, সম্প্রতি রাজ্যের আইন দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রশাসনিক রদবদলের আবহে বার কাউন্সিলের নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। 'দু'দিনের ভোটপর্ব শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে' বলে আশাপ্রকাশ করেছেন নির্বাচন পরিচালনাকারীরা। এখন দেখার, শেষ হাসি হাসেন কারা।

'জিরো টলারেন্স' নীতিতে ভোট করতে চায় কমিশন

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাংলায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে এ বার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার কলকাতায় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সঙ্গে ছিলেন দুই কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সোমবার রাত থেকেই রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান শুরু হবে। উদ্ধার করতে হবে বেআইনি অস্ত্র, বোমা ও নগদ টাকা। ভোটের ময়দানে মদ বা কোনও প্রলোভন বরদাস্ত করা হবে না । এ দিন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। প্রতিটি দলই ভোট পরবর্তী হিংসা ও পেশিশক্তির আস্ফালন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও জানানো হয়েছে। এর পরেই কড়া বার্তা দিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'ভোটে হিংসা বা ভোটারদের ভয় দেখানোর ঘটনায় কমিশনের 'জিরো টলারেন্স' নীতি থাকবে।' একই সঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াও স্বচ্ছতার সঙ্গে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে ১৯৮৮ সালের মাদক ও নিষিদ্ধ দ্রব্য সংক্রান্ত পিআইটিএনডিপিএস আইন কার্যকর না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কমিশন। রাজ্যে এই আইনে অভিযুক্তদের আটক করার জন্য কেন কোনও 'অ্যাডভাইজরি বোর্ড' নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কর্তারা। রাজ্য প্রশাসনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি তাঁরা। শেষবেলায় ইভিএম ব্যবস্থা, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও বুথগুলিতে ন্যূনতম পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়ে শহর ছেড়েছে কমিশন।

ক্যানসার জয়ের বার্তা আমতায়

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ মারণ রোগ মানেই আর অবধারিত মৃত্যু নয়, বরং মনের জোর আর সঠিক চিকিৎসায় ক্যানসারকেও হারানো সম্ভব। বিশ্ব ক্যানসার দিবস উপলক্ষে হাওড়ার আমতার উদং গ্রামে এই ইতিবাচক বার্তাই দিল 'বুধবারের আড্ডা গোষ্ঠী'।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিকীকরণে এখন 'ক্যানসার হ্যাজ নো অ্যান্সার' প্রবাদটি বদলে গিয়ে হয়েছে 'ক্যানসার হ্যাজ অ্যান্সার'। আধুনিক ওষুধ ও সচেতনতা এই লড়াইয়ের মূল হাতিয়ার বলে এদিন অনুষ্ঠানে উঠে আসে।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পিনাকী রঞ্জন কাঁড়ার সভায় ক্যানসার প্রতিরোধের নানা দিক তুলে ধরেন। তাঁর মতে, মানুষ সচেতন থাকলে এবং রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা গেলে আরোগ্য লাভ অনেক সহজ হয়। তিনি জানান, বর্তমানে চিকিৎসার আধুনিকীকরণের ফলে জীবনদায়ী ওষুধের মাধ্যমে রোগীকে দীর্ঘ জীবন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এমনকি মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ক্যানসারের প্রতিষেধকও কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন ক্যানসারজয়ী লেখক রাজীব শ্রবণ। মারণ রোগের গ্রাসেও ভেঙে না পড়ে পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রন্থ লিখে তিনি অদম্য মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। রাজীববাবু নিজের লড়াই ও সৃজনশীলতার কাহিনী শুনিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করেন। আড্ডা গোষ্ঠীর প্রধান প্রদীপ রঞ্জন রীত জানান, ক্রমবর্ধমান ক্যানসার রুখতে জীবনযাত্রায় বদল আনা জরুরি। ধূমপান বর্জন, দূষণ এড়িয়ে চলা এবং নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস রোগ প্রতিরোধের অন্যতম পথ। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. সৌমেন রায়, ইতিহাসবিদ প্রশান্ত দত্ত ও সাহিত্যিক তাপস বৈদ্য সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হয় এক সুর, ক্যানসার মানেই শেষ নয়, লড়াইয়ের শুরু।

মমতার পাড়ায় বিক্ষোভের মুখে জ্ঞানেশ বিদ্ধ কালো পতাকা-'গো ব্যাক' স্লোগানে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরোতেই কালো পতাকা আর 'গো ব্যাক' স্লোগান। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার সকালে এই নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল মন্দির চত্বর। এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিক্ষোভকারীরা। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেও শান্ত থেকে জ্ঞানেশ কেবল বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সকল ভাইবোনকে আমার নমস্কার। কালী মা সকলকে ভাল রাখুন।' তবে বিক্ষোভ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করতে চাননি তিনি। রাজ্যে পা দিয়েই দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে কমিশনের ফুল বেঞ্চকে।

রবিবার রাতে বিমানবন্দর থেকে হোটেল যাওয়ার পথেও স্লোগান ও কালো পতাকা দেখানো হয়েছিল। সোমবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার আগে থেকেই সেখানে জড়ো হয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা।

তাঁদের অভিযোগ, বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞানেশ যখন মন্দিরে ঢুকছেন, তখন তাঁর চারপাশ ঘিরে ধরে স্লোগান দেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। ভিড় ঠেলে মন্দিরে প্রবেশ করেন কমিশনার। পুজো সেরে বেরিয়ে কমিশনের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন জ্ঞানেশ। তাঁর কথায়, 'এ বার শুধু নির্ভয় নির্বাচনের পর্ব হবে।' রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনার পাশাপাশি রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করানোই যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য, তা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিন দিনের এই সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অন্য দুই কমিশনার সুখবীর সিংহ সান্ধু এবং বিবেক জোশী। সোমবার সকাল থেকেই রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁদের। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর তরজা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছেন। শাসক দলকে বিঁধে তাঁর কটাক্ষ, 'ওটা অসভ্য, বর্বরদের পার্টি। তাদের কাজ তারা করছে।' এসআইআর প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ টেনে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সরকার এবং তাঁর দলের আচার-আচরণে সকলে বিরক্ত। তার অভিব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মুখ থেকেও শুনতে পাওয়া গেল।' কালীঘাটের পর কমিশনারের বেলুড় মঠে যাওয়ারও কথা রয়েছে। তবে সফরের শুরুতেই রাজপথে যে প্রতিবাদের সুর তিনি শুনলেন, তা ভোটমুখী বাংলায় নতুন বিতর্কের জন্ম দিল।

কমিশন-বিতর্কে শাসকদলের অভিযোগ
'সম্পূর্ণ মিথ্যা', তোপ শুভেন্দু অধিকারীর

নয়া জামানা, কলকাতাঃ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক ঘিরে তৃণমূলের তোলা অভিযোগকে সরাসরি 'মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, কমিশনকে কালিমালিপ্ত করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে শাসকদল। যদি সত্যিই বৈঠকে দুর্ব্যবহারের ঘটনা ঘটে থাকে, তবে স্বচ্ছতার খাতিরে সেই বৈঠকের ফুটেজ বা ভিডিয়ো জনসমক্ষে আনার দাবি জানান তিনি। শুভেন্দুর মতে, স্রেফ রাজনৈতিক নাটক করতেই তৃণমূল এসব রটাচ্ছে। সোমবার কলকাতায় কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার। বৈঠক শেষে চন্দ্রিমা অভিযোগ করেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো অভব্য আচরণ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এমনকি উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে বলেও দাবি করেন তাঁরা। এই প্রেক্ষাপটেই শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন ওঁরা। যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে, তাহলে বৈঠকের ভিডিও প্রকাশ্যে আনুক।' বিরোধী দলনেতার সাফ কথা, তৃণমূল আসলে রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে দরবার করতে গিয়েছিল, আর বাইরে এসে হম্বিতম্বি করছে। বিতর্কের আঁচ এখানেই থামেনি। উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে সম্প্রতি যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে রাজ্যকে বিঁধেছেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, সাংবিধানিক প্রধানকে সম্মান দিতে ব্যর্থ এই সরকার। 'যদি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল বলে যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, তবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যা হয়েছে সেটা সংবিধানকে হত্যা করার শামিল'; ঠিক এই ভাষাতেই তোপ দাগেন তিনি। এই গাফিলতির দায়ে মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডে-সহ চার শীর্ষ কর্তার সাসপেনশন দাবি করেছেন তিনি। রবিবার রাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কালো পতাকা দেখানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলকে 'অসভ্য' ও 'ইতর' বলতেও ছাড়েননি শুভেন্দু। তাঁর তীর্যক মন্তব্য, 'নির্বাচন কমিশন তাদের কাজ করছে। তাতে সমস্যা কোথায়? কুকুরের কাজ মানুষের পায়ে কামড়ানো। কিন্তু মানুষের কাজ তো কুকুরের পায়ে কামড়ানো নয়।' কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আদতে শাসকদলের পরিকল্পিত কৌশল বলেই মনে করছেন তিনি।

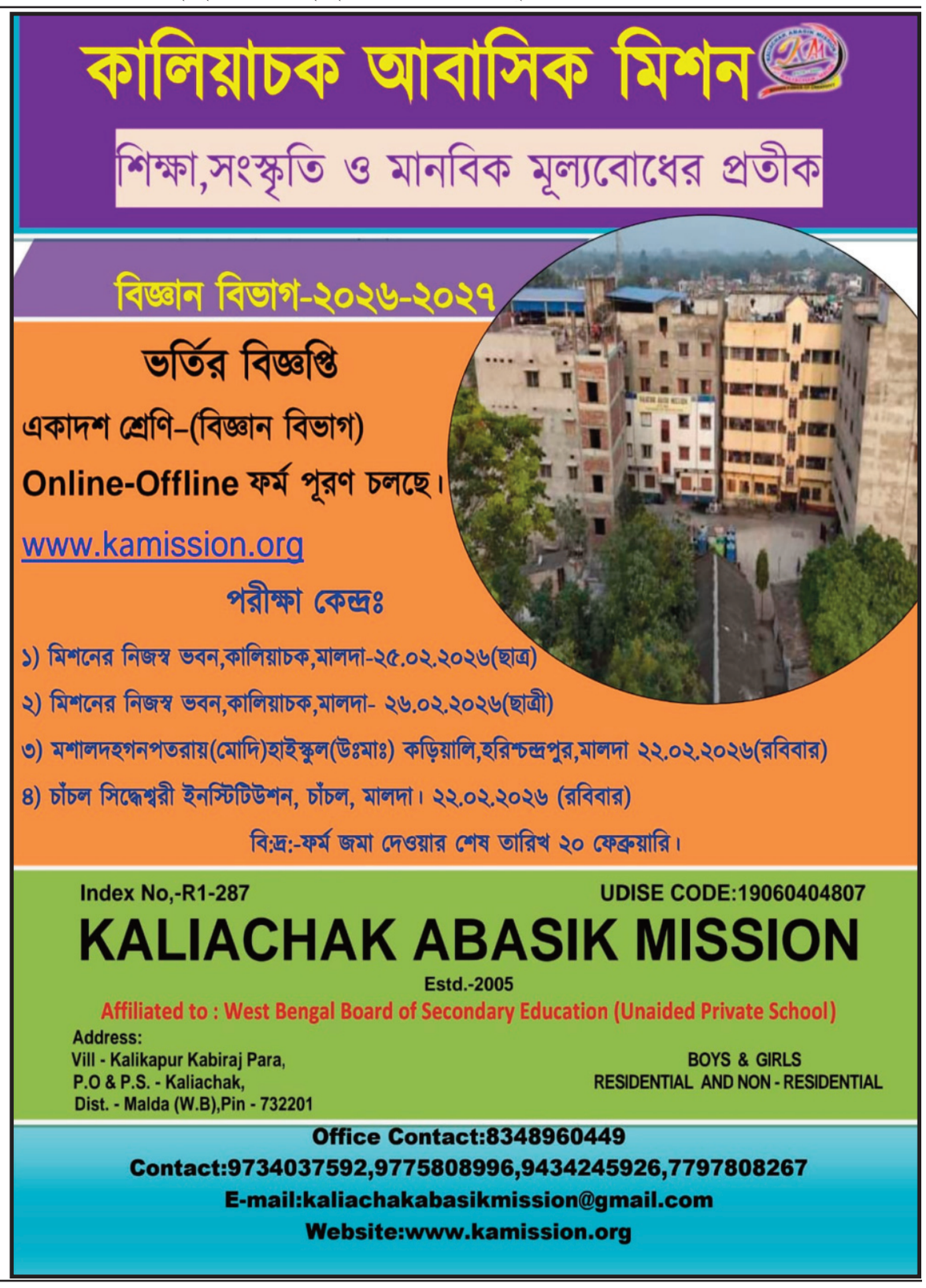

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 8

৮
১০ মার্চ ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে, গণ-অনশন মঞ্চে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

সামির হোসেন ।। নয়া জামানা ।। দিনহাটা

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যেসব ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে, তাঁদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভোটগ্রহণ করাতে হবে;এই দাবিতেই সোমবার দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে শুরু হয় গণ-অনশন।

অনশন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন। মন্ত্রী বলেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা বা বিচারাধীন করে রাখার প্রবণতা কোনওভাবেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি অভিযোগ করেন, বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের নাম বেশি করে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাভোগী হওয়ায় মহিলারা স্বাভাবিকভাবেই শাসকদলকে সমর্থন করেন বলেই তাঁদের নাম লক্ষ্য করে বাদ দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে উদয়ন গুহ বলেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আচরণ ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়েছে। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারকে তিনি 'অপমানজনক' বলে উল্লেখ করেন।

মন্ত্রীর কথায়, প্রটোকল অনুযায়ী একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, গোলাম রব্বানী সহ বহু জনপ্রতিনিধির নাম এখনও ভোটার তালিকায় বিচারাধীন রয়েছে। এমন

চেয়েও বেশি, কারণ মুখ্যমন্ত্রী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় নির্বাচন কমিশন-এর পরিস্থিতিতে যদি নির্বাচন হয়, তবে সাধারণ মানুষ তা মেনে নেবে না। এটা বিহার নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গ;এখানকার মানুষ ভোটারদের হেনস্তা করার শামিল। তিনি বলেন, ভোট রাজ্যে একটি উৎসব, সেখানে ভয় বা চাপের পরিবেশ তৈরি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি-র উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন। অনশন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায় বসুনিয়া, দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য, দিনহাটা ১ নম্বর ব্লক (বি) সভাপতি অনন্ত কুমার বর্মন, শহর তৃণমূল সভাপতি বিশু ধর সহ তৃণমূল কংগ্রেস-এর একাধিক নেতা-কর্মী। সোমবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই গণ-অনশন রাতভর চলবে এবং মঙ্গলবার সকাল ৯টায় শেষ হবে বলে জানান মন্ত্রী।

দৃষ্টিহীনের 'চোখ' হয়ে গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় মানবিকতার নজির খুদে মৌমিতার

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ অদম্য জেদ ও আত্মবিশ্বাসের কাছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে তুচ্ছ;রবিবার আলিপুরদুয়ার-এ তারই এক মানবিক দৃষ্টান্ত তৈরি হল। রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় বসতে এদিন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বাসিন্দা জন্মগত দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থী স্বপ্না সরদার। তাঁর 'চোখ' হয়ে পরীক্ষায় পাশে দাঁড়ায় আলিপুরদুয়ার নেতাজি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মৌমিতা বর্মন।

স্বপ্না ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল এবং বিশ্বভারতী-তে পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় আবেদন করলেও উত্তরবঙ্গ জোনে পরীক্ষাকেন্দ্র পড়ায় এবং নিজস্ব শ্রুতিলেখক না থাকায় তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। সাধারণত নীচু শ্রেণির কোনও পড়ুয়াকে রাইটার হিসেবে বসানো হলেও আলিপুরদুয়ারে এসে কাউকে না পেয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন।

সেই সময় মানবিকতা দেখিয়ে এগিয়ে আসে ভোলারডাবরি সংহতি সংঘ এলাকার বাসিন্দা মৌমিতা।

পরীক্ষা শেষে স্বপ্না বলেন, মৌমিতা যেভাবে প্রশ্ন পড়ে শোনাল এবং আমার বলা অনুযায়ী ওএমআর শিটে উত্তর লিখল, তাতে আমি খুবই খুশি। মৌমিতার কথায়, ভবিষ্যতেও সুযোগ পেলে এমন দায়িত্ব নিতে চাই। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অশোক দাস জানান, অভিভাবকের সম্মতিতে মৌমিতার এই উদ্যোগ তাঁদের গর্বিত করেছে।

উত্তরবঙ্গ জুড়ে ৬৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণে অনুমোদন রাজ্যের

নয়া জামানা, নাগরাকাটা ঃ ভবনহীন বা জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা ৬৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের অনুমোদন দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই তালিকায় উত্তরবঙ্গের একাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর ও কালীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও নাম রয়েছে এই তালিকায়। বর্তমানে এই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগ চালু নেই। নতুন ভবন তৈরি হলে সেখানে ভবিষ্যতে অন্তর্বিভাগ পরিষেবা চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার জানিয়েছেন, সরকারি নির্দেশিকা মেনেই নতুন ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৬৬টি ভবন তৈরির জন্য প্রায় ৯৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, হুগলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলার একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নতুন ভবন পাবে। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ির পাশাপাশি কোচবিহার, দার্জিলিং ও মালদা জেলার কয়েকটি ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও এই তালিকায় রয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে এই অর্থ খরচ করা হবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে কাজ শুরু করতে হবে এবং ৯ মাসের মধ্যেই নির্মাণ শেষ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

ভোটার তালিকা থেকে চা শ্রমিকদের নাম বাদ, রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেবেন গৌতম দেব

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলির একাংশের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া এবং বহু নামের পাশে 'বিচারাধীন' উল্লেখ থাকা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে তরাই অঞ্চলে।

এই ইস্যুতে রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-কে চিঠি দিয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানাবেন। গৌতম দেবের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে আদিবাসী চা শ্রমিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। তাঁর কথায়, রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি শিলিগুড়ি সফরে এসে আদিবাসীদের কথা বলেছেন। অথচ তাঁদেরই নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। একজন নাগরিক হিসেবে আমি রাষ্ট্রপতির কাছে এর প্রতিবাদ জানাব। তিনি আরও বলেন, শুধু আদিবাসী নয়, রাজবংশী, তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত বহু মানুষের নামও বাদ পড়েছে বা বিচারাধীন দেখানো হচ্ছে।

অন্যদিকে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের দাবি, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় যুক্ত অধিকাংশ কর্মী রাজ্য সরকারের অধীন।

তাঁর প্রশ্ন, এই প্রক্রিয়ায় কোনও অন্তর্ঘাত হচ্ছে কি না, তা তদন্ত হওয়া দরকার।

তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান,

কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। এদিন শিলিগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে চা বাগানের শ্রমিকদের উপস্থিত করেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

মানঝা চা বাগানের শ্রমিক শিলমন্তি টোপ্পো জানান, দীর্ঘদিন ভোট দিলেও এবার হঠাৎ তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ায় তিনি আতঙ্কিত।

তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, শ্রমিকরাও পৃথকভাবে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেবেন।

ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া কোচবিহারের ঐতিহ্য 'ঘণ্টী ঘর'

কুশল রায়, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ একসময় কোচবিহারকে 'সিটি অফ বিউটি' বলা হত। রাজ আমলের বহু স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের নিদর্শন ছড়িয়ে ছিল শহরজুড়ে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব স্থাপত্যের অনেকটাই হারিয়ে গেছে। নীলকুঠির রাজবাড়ি, আস্তাবল, ডলস হাউস, জজকোর্টের মতো বহু ঐতিহাসিক স্থাপনার পাশাপাশি শহরের বুক থেকে হারিয়ে গেছে সিলভার জুবিলি টাওয়ার, যা স্থানীয়দের কাছে 'ঘণ্টী ঘর' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৮৭ সালে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ভবানীগঞ্জ বাজার এলাকায় প্রায় ৭০ ফুট উঁচু চারতলা সিলভার জুবিলি টাওয়ার নির্মাণ করা হয়। টাওয়ারের একদম উপরে গোলাকৃতি ঘরে বসানো ছিল একটি বড় পিতলের ঘণ্টা। সেখানে সবসময় একজন প্রহরী থাকতেন। শহরের কোথাও আগুন লাগলে সেই ঘণ্টা বাজিয়ে এবং লাল পতাকা দেখিয়ে আগুন লাগার দিক নির্দেশ করা হত। স্থানীয়রা সেই ঘণ্টাকে 'পাগলা ঘণ্টী' বলতেন।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা নির্মলেন্দু চক্রবর্তী স্মৃতিচারণ করে বলেন, একসময় লালদিঘির চারদিকে বাঁধানো ঘাট ছিল। বাইরে থেকে আসা মানুষরা গোরু-মোষের গাড়ি রেখে বাজারে যেতেন। কিন্তু এখন চারদিকে দোকান ও হোটেল গড়ে ওঠায় সেই ঘাট আর চোখে পড়ে না। তাঁর কথায়, ঘণ্টী ঘরের পাশেই ছিল মরু ঘোষের মিষ্টির দোকান ও শংকর পেন স্টোর্স। ছোটবেলায় বন্ধুর সঙ্গে তিনি ওই টাওয়ারের দোতলা পর্যন্ত উঠেছিলেন। প্রবীণদের মতে, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের ভাই ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণও এই টাওয়ারে উঠে শহর দেখতেন। ১৯৫৩ সালের ৬ জুন এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগেও এখান থেকে মানুষকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। পরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে টাওয়ারটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে এবং শেষমেশ ১৯৮০-র দশকে তা ভেঙে ফেলা হয়। ১৯৫৮ সালে ভবানীগঞ্জ বাজারে ভয়াবহ আগুন লাগার সময় এই ঘণ্টী বাজানো হয়েছিল বলেও জানান প্রবীণ বাসিন্দা অরবিন্দ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বহু মানুষ লালদিঘি থেকে জল এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছিলেন। প্রবীণ আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদারের আক্ষেপ, শহরের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই নিদর্শন সংরক্ষণ করা উচিত ছিল। কিন্তু সময়ের স্রোতে তা হারিয়ে গেছে, আর নতুন প্রজন্মও সেই ইতিহাস জানতে পারল না।

আলিপুরদুয়ারে অস্বাভাবিক মৃত্যু যুবকের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ শহরের শোভাগঞ্জ এলাকায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রবিবার রাতে এলাকার একটি ঝোপের মধ্যে ওই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে, ফলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

মৃত যুবকের নাম রূপন গিরি (২৩)। তিনি কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর বাড়ি অসমের গুয়াহাটিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। পরে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানা-র আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, ময়নাতদন্তের

রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে আরএমএস-এমএমএস কর্মচারী ইউনিয়নের স্বাস্থ্য শিবির

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ কর্মচারীদের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে এগিয়ে এল ভারতীয় আরএমএস ও এমএমএস কর্মচারী ইউনিয়ন। সোমবার সংগঠনের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে আরএমএস ও এমএমএস দপ্তরের কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চোখ পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। শিবিরে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

চিকিৎসকদের মাধ্যমে রক্তচাপ, সুগার, দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা ছাড়াও প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। ইউনিয়নের ডিভিশনাল সেক্রেটারি সঞ্জয় পাল জানান, কর্মচারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থে ভবিষ্যতেও এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজন করা হবে। তিনি আরও জানান, আগামী ১৬ মার্চ সংগঠনের তরফে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া আগামী ২৯ মার্চ শিলিগুড়ি হেড কোয়ার্টার শাখার সম্মেলন ডাকা হয়েছে। ওই সম্মেলনে কর্মীস্বার্থ, সংগঠন শক্তিশালী করা ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

মেচী নদী থেকে অবৈধ বালি পাচার, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ ইন্দো, নেপাল সীমান্ত লাগোয়া মেচী নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে দুটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করেছে পুলিশ। ঘটনায় এক ট্রাক্টর চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম বাবলু হাজদা। তিনি খড়িবাড়ি ব্লকের ফুলবাড়ি চা বাগান এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি লাগোয়া ইন্দো,নেপাল সীমান্তের মেচী নদীর অন্তরাম ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে নকশালবাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশকে দেখে এক ট্রাক্টরের চালক পালিয়ে গেলেও অপর চালককে আটক করা হয়। বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। আটক দুটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত-এ তোলা হয়। অবৈধ বালি পাচার রুখতে এলাকায় লাগাতার অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 9

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

তালিকায় বিচারাধীন করার প্রতিবাদে সরব এসইউসিআই

উমার ফারুক।। নয়া জামানা ।। মালদা

বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া এবং বিচারাধীন করার প্রতিবাদে এবার সরব হল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল। বৈধ ভোটারের নাম সুনিশ্চিত করার দাবিতে ইংরেজবাজারের রথবাড়ি মোড়ে দলের উদ্যোগে একটি সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয় রবিবার বিকেলে।

সমাবেশের পাশাপশি দলের মালদা জেলা পার্টি অফিসের উদ্বোধন হল শহরের বুড়াবুড়ি তলা এলাকায়। উদ্বোধন করেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দ কুণ্ডু, জৈমিনি বর্মন এবং দলের সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক গৌতম সরকার সহ কয়েকশো কর্মী-সমর্থক। দলের জেলা নেতৃত্বের দাবি পার্টি অফিস হওয়ার ফলে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করা সম্ভব হবে। এদিন রথবাড়ি মোড়ে দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

তিনি তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেশের সার্বিক স্বার্থে বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন,ভোটার তালিকায় সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম সুনিশ্চিত করা এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। ৬০লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় তোলার পর নির্বাচন করতে হবে।পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন যে, সাংবিধানিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে নির্বাচন কমিশন কার্যত বিজেপির সংগঠনের মতো আচরণ করছে।আন্দোলনের মাধ্যমেই যে একমাত্র মানুষের দাবি আদায় হতে পারে তা তিনি তুলে ধরেন। প্রাথমিকে ইংরেজি ফেরানো সহ দলের নানান আন্দোলনের জয়ের ইতিহাসও তিনি তুলে ধরেন। সমাবেশে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি। তাঁর বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন যে, যুদ্ধ মূলত একটি বড় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, যার ক্ষতি বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকে। সমাবেশকে কেন্দ্র করে এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়।

মহিপাল চৌরঙ্গীতে শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

নয়া জামানা ,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের মহিপাল চৌরঙ্গী ও মহিপাল বাজার এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে রুট মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা মহিপাল চৌরঙ্গী থেকে মহিপাল বাজারসহ আশপাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রুট মার্চ করেন। পাশাপাশি এলাকার একাধিক বুথ পরিদর্শন করে নিরাপত্তা পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন তারা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই টহল ও উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা হাজিকুল আলম বলেন, এদিন সকালেই মহিপাল এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করতে দেখা যায়। আসন্ন নির্বাচনের আগে এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রশাসনের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।দ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে, সেজন্য আগামী দিনগুলিতেও বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল ও রুট মার্চ অব্যাহত থাকবে।

স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ শিবির

নয়া জামানা, মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় গাজোল থানা পুলিশ ও গাজোল ব্লক হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতির যৌথ উদ্যোগে গাজোল ব্লকের পথ বন্ধুদের নিয়ে গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসের ধরণী ধর অতিথি নিবাস সভা কক্ষে এক দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ।প্রায় ৫০ জন পথ বন্ধুদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ।গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার সুদীপ কুন্ডু প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

তিনি সুন্দর ভাবে স্লাইড শো এর মাধ্যমে কিভাবে একজন আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কাছাকাছি হাসপতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো যায়। সে বিষয় নিয়ে ট্রেনিং প্রদান করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক রাজিব দাস।

জাতীয় সেফটি সপ্তাহে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচেতনতা র‍্যালি

দিলদার আলী ,নয়া জামানা , বুনিয়াদপুর ঃ জাতীয় সেফটি সপ্তাহ উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার বুনিয়াদপুর এলাকায় সোমবার বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ৪ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে জাতীয় সেফটি সপ্তাহ পালন করা হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।সোমবার বুনিয়াদপুর এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে একটি সচেতনতা র‍্যালি বের করেন। র‍্যালিটি এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের বার্তা পৌঁছে দেয়। র‍্যালিতে অবিদ্যুতের জন্য একটি নিয়ম প্রয়োজন নিরাপত্তা প্রথমেদ স্লোগানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ

থেকে জানানো হয়, অসতর্কতা ও অসচেতনতার কারণেই অনেক সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। তাই জাতীয় সেফটি সপ্তাহ উপলক্ষে এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এদিনের এই সচেতনতা র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রিজোনাল ম্যানেজার সৌভিক দে, কুশমন্ডি বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক জগদীশ বর্মন সহ বিদ্যুৎ দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা। কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকাবাসীকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন এবং নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

ভোটার তালিকায় ‘ম্যাপিং নেই’, বিডিওকে স্মারকলিপি সিপিআইএমের

নয়া জামানা, মালদা ঃ সংশোধিত ভোটার তালিকা নিয়ে একাধিক সমস্যার অভিযোগ তুলে সোমবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লক এর বিডিও কে স্মারকলিপি জমা দিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সোমবার পুরাতন মালদা ব্লক অফিসে এই স্মারকলিপি জমা দেয় দলের মালদা এরিয়া কমিটি। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বহু ভোটারের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় তকোনও ম্যাপিং নেইদ দেখাচ্ছে এবং তাদের নতুন করে ডোমিসাইল, কাস্ট সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন নথি আপলোড করতে বলা হচ্ছে। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি, এসব নথি আগে থেকেই সরকারের কাছে জমা রয়েছে। তাই আবার নতুন করে নথি চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এছাড়াও বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কের নথি, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের তালিকা, পারিবারিক রেজিস্টার ও অন্যান্য তথ্য ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কাছে রয়েছে। তবুও কেন নতুন করে নথি

জমা দিতে বলা হচ্ছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে আরও দাবি করা হয়েছে, বহু পরিযায়ী শ্রমিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই তাদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে বর্তমানে প্রায় ৩৬ হাজার ভোটারের নাম ‘বিচার’ থেকে ‘সম্পূরক তালিকা’-এ চলে যাওয়ার বিষয়েও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দলের নেতা সাধন দাস জানান, এত সংখ্যক মানুষের নাম বাদ রেখে নির্বাচন করা উচিত নয়। পাশাপাশি যাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে অবস্থায় রয়েছে, তাদের রাজ্য ও কেন্দ্রের সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ করা যাবে না বলেও দাবি তোলা হয়েছে।এই সমস্ত বিষয় দ্রুত সমাধানের জন্য প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে সিপিআইএম নেতৃত্ব।

গাজোলে শুরু ‘তপশিলি সংলাপ’, ট্যাবলোয় তুলে ধরা হচ্ছে ১৫ বছরের উন্নয়ন

নয়া জামানা, মালদহ ঃ গাজোল ব্লকে সোমবার থেকে শুরু হল তৃণমূল কংগ্রেসের ‘তপশিলি সংলাপ’ কর্মসূচি। এদিন একটি বিশেষ ট্যাবলো উদ্বোধনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ বছরে রাজ্যের মানুষের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন, সেই সমস্ত উদ্যোগের বার্তা এই ট্যাবলোর মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন, গাজোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার সরকার,

জেলা পরিষদের সদস্য সাগরিকা সরকার, গাজোল ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি সুরজিৎ সাহা, আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম সহ ব্লক ও অঞ্চল স্তরের একাধিক নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গেছে,

আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আগামী প্রায়

দুই মাস ধরে এই ট্যাবলো গাজোল ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরবে।সাধারণ মানুষের কাছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প-যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীসহ একাধিক উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হবে।

দলীয় নেতৃত্বের দাবি, মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

নামের পাশে ডিলিট ,এস.আই.আর লিস্টে আতঙ্কে আত্মহত্যা

সুবল গোপ ,নয়া জামানা ,উত্তর দিনাজপুর ঃ ‘সার’এর পর প্রকাশিত ভোটার তালিকায় নাম ডিলিট, নিজের নামের পাশে ‘ডিলিট’ লেখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম বিক্রম সিংহ বয়স আনুমানিক (৪০)।

তিনি পেশায় একজন কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন। বাড়ি চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাফিপাড়া এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যায় মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে চোপড়া থানার পুলিশ। সোমবার পুলিস মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল এর মর্গে পাঠায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ভোটার তালিকা যাচাই করতে গিয়ে বিক্রম সিংহ দেখতে পান যে তার নামের পাশে ‘ডিলিট’ লেখা রয়েছে। এরপর থেকেই তিনি মানসিকভাবে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। পরিবারের দাবি, ভোটার তালিকায় নাম না থাকার বিষয়টি তাকে গভীরভাবে আঘাত করে। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি এই চরম পদক্ষেপ নেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 10

কর্ণসুবর্ণের গর্ভে শশাঙ্কের স্বর্ণযুগ

নয়া জামানা ।। বহরমপুর

মুর্শিদাবাদের লালমাটির নিচে চাপা পড়ে আছে পাল, সেন এবং গুপ্ত যুগের গৌরবগাথা। ভাগীরথী তীরের এই প্রাচীন জনপদ একসময় ছিল বাংলার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। বিশেষ করে কর্ণসুবর্ণ এবং মহীপাল অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে, কয়েক হাজার বছর আগেও এই ভূমি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ছিল অনন্য। খননকার্যের ফলে বেরিয়ে আসা বুদ্ধমূর্তি, শিবলিঙ্গ ও বিশালাকার স্তূপগুলি জানান দিচ্ছে এক সমৃদ্ধ হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের কথা। চিনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং-এর বর্ণনায় যে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের উল্লেখ ছিল, আজ তা ইতিহাসের পাতায় ধ্রুব সত্য হিসেবে প্রমাণিত। কর্ণসুবর্ণের বিস্তৃতি একসময় ছিল চোখে পড়ার মতো। হিউ-এন-সাং ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এখানে এসে লিখেছিলেন, 'কর্ণসুবর্ণ নগরী ২০ লি অর্থাৎ ৭ মাইল বিস্তৃত ছিল।' বর্তমানে ভাগীরথীর গর্ভে নগরের অনেকটা অংশ তলিয়ে গেলেও পশ্চিমের গ্রামগুলোতে আজও ইতিহাসের চিহ্ন স্পষ্ট। ১৯২৮ সালে রাক্ষসী ডাঙ্গায় এবং পরবর্তীতে অধ্যাপক সুধীররঞ্জন দাসের নেতৃত্বে রাজবাড়ি ডাঙ্গায় খনন চালিয়ে যে বিহারের হদিশ মিলেছে, তা আন্তর্জাতিক স্তরেও আলোচনার বিষয়। মাটির পাঁচটি স্তর থেকে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের বিবর্তনের ছবি উঠে এসেছে। অশোকের স্মৃতি আজও এই জনপদে অম্লান। কথিত আছে, সম্রাট অশোক এখানে চারটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। হিউ-এন-সাং তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, 'রাজা অশোক কর্ণসুবর্ণে চারটি স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।' সম্প্রতি ভীমকি তলায় প্রাপ্ত একটি প্রস্তরখণ্ডের খোদিত মূর্তির সঙ্গে অশোকের মূর্তির সাদৃশ্য মেলায় সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে। যদি এটি সত্য হয়, তবে এই জনপদের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরও কর্ণসুবর্ণের গুরুত্ব কমেনি। পীর তুরকানের কবর বা বেণেদীঘির মতো স্থানগুলো প্রমাণ করে যে, মুসলিম শাসনের সূচনা পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। পাল আমলের আভিজাত্য ছড়িয়ে আছে সাগরদীঘি থানার মহীপাল অঞ্চলে। প্রায় ৩০ মাইল পরিধির এই প্রাচীন নগরী সম্ভবত প্রথম মহীপালের শাসনকাল থেকে রামপালের বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। আজিমগঞ্জ থেকে গিয়াসাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত এই এলাকায় ছড়িয়ে আছে অজস্র ঢিপি আর প্রস্তরস্তম্ভ। গ্রামবাসীরা আজও ষষ্ঠীতলায় বুদ্ধমূর্তি ও শিবলিঙ্গ সযত্নে আগলে রেখেছেন। মহীপালের অমর কীর্তি হলো বিশাল সাগরদীঘি। এই দীঘির মাঝখানে থাকা রহস্যময় প্রস্তরস্তম্ভটি ইতিহাসের এক অনন্য সাক্ষী, যা কেবল জল কমলেই দৃশ্যমান হয়। সাগরদীঘির কাছেই চন্দনবাটী গ্রামটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এক সোনার খনি। সেখানে মাটির নিচে ঢাকা পড়ে থাকা একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের সন্ধান মিলেছে। বিশালাকার কালো পাথরের গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গটি সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর ভাস্কর্যরীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। বড় বড় ইটের সেই নির্মাণশৈলী কেবল পাল বা সেন আমলের নয়, তার চেয়েও প্রাচীন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। একইভাবে ভরতপুরের গীতগ্রাম বা পাঁচথুপীর বারকোণার দেউল আজও এক বিশাল বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুর্শিদাবাদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা এই প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ কেবল পর্যটনের বিষয় নয়, বরং তা বাংলার নাড়ির স্পন্দন। সন্ন্যাসী ডাঙ্গা বা যদুপুরের মতো স্থানগুলোতে পূর্ণাঙ্গ খননকার্য চালানো হলে হয়তো ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হবে। গড়ের পাহাড়ের পরিখাযুক্ত দুর্গ কিংবা কুসুমখোলার ধ্বংসাবশেষ আজও গবেষকদের হাতছানি দেয়। প্রাচীন বাংলার এই হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধার করা এখন সময়ের দাবি। ছবি সংগৃহিত।

ধাবার সামনে ওড়িশার চালকের দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ধাবার সামনে থেকে উদ্ধার হল এক লরি চালকের রক্তাক্ত দেহ।

সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার মঙ্গলজন এলাকার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চালকের নাম দশরথ নায়েক (৫০)। তিনি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার জামুয়ারার বাসিন্দা। এদিন মঙ্গলজন সংলগ্ন একটি পাঞ্জাবি ধাবার সামনে দশরথবাবুকে তাঁর লরির পাশেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

তাঁর শরীরে কোনো বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও মুখ ও মলদ্বার দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। সেই সময় লরির কেবিনে ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁর ভাইপো তথা খালাসি। স্থানীয়দের ডাকে ঘুম ভাঙলে তিনি জানান, মৃত ব্যক্তি তাঁর কাকা এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে 'টিভি রোগে আক্রান্ত' ছিলেন। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখনই একে হার্ট অ্যাটাক বলা সম্ভব নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে না।

ভাগীরথীর তীরে বাংলার 'বিগ বেন'

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ইতিহাসের দস্তাবেজ আর স্থাপত্যের কারুকার্য; এই দুইয়ের মেলবন্ধনে ভাগীরথীর বুক চিরে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক 'ঘড়িঘর'। স্থানীয়দের কাছে যা 'মুর্শিদাবাদের বিগ বেন' নামে পরিচিত। লন্ডনের এলিজাবেথ টাওয়ারের প্রতিধ্বনি যেন শোনা যায় বাংলার এই প্রাচীন জনপদে। হাজারদুয়ারি প্রাসাদ এবং নিজামত ইমামবাড়ার ঠিক মাঝখানের বিশাল প্রাঙ্গণে সগুর মিস্ত্রির হাতের জাদুতে নির্মিত এই মিনারটি কেবল সময় জানানোর যন্ত্র নয়, বরং নবাবী আমলের এক অনন্য সাক্ষী। মূলত ভাগীরথী নদী দিয়ে যাতায়াত করা নৌকো এবং জলযানের চালক ও যাত্রীদের সুবিধার্থেই এই বিশালাকার ঘড়ি মিনারটি তৈরি করা হয়েছিল। সেই কারণেই ঘড়ির মুখ আজও নদীর দিকে ফেরানো থাকে। কিলা নিজামতের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই ঘড়ি মিনারটি নিয়ে পর্যটকদের উন্মাদনা তুঙ্গে। মিনারের শীর্ষে থাকা এক গম্ভীর শব্দের ঘণ্টা আজও বহু দূর থেকে শোনা যায়। গবেষকদের মতে, এটি বিশ্বের খ্যাতনামা ঘড়ি মিনারগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্বতন্ত্র মিনার হোক বা ভবনের সঙ্গে যুক্ত; ঘড়ি মিনার স্থাপত্যশৈলীর এক বিশেষ নিদর্শন।

মুর্শিদাবাদের এই ঘড়ি মহল বা ঘড়িঘরটিও সেই ঐতিহ্যের ধারক। এর নির্মাতা সগুর মিস্ত্রি ছিলেন হাজারদুয়ারি প্রাসাদের মূল স্থপতি ডানকান ম্যাকলিওডের সুযোগ্য বাঙালি সহকারী। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড় থেকেও এই ঘড়ির ডায়াল স্পষ্ট দেখা যায়। এই ঘড়িঘরের ছায়াতেই দাঁড়িয়ে আছে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হাজারদুয়ারি প্রাসাদ। নবাব নাজিম হুমায়ুন জা ইতালীয় ও ইউরোপীয় স্থাপত্যের আদলে এই প্রাসাদ নির্মাণ করান। নাম হাজারদুয়ারি হলেও, অদ্ভুত বিষয় হলো এর ১০০০টি দরজার মধ্যে ১০০টিই আসলে নকল। দেওয়ালে এমন নিখুঁত কারুকার্য করা যে, আসল আর নকলের ফারাক বোঝা দায়। মূলত অতর্কিত শত্রু আক্রমণ থেকে নবাবকে রক্ষা করতে এবং ঘাতকদের বিভ্রান্ত করতেই এই কৌশলী নকশা করা হয়েছিল। বর্তমানে এই প্রাসাদটি একটি সংগ্রহশালা, যেখানে নবাব, অভিজাত সম্প্রদায় এবং ব্রিটিশদের ব্যবহৃত শৌখিন আসবাব ও ঐতিহাসিক সরঞ্জাম সযত্নে রাখা আছে। ঘড়িঘরের খুব কাছেই রয়েছে পুরোনো মদিনা মসজিদ এবং বিশালাকার 'বাচ্ছাওয়ালি তোপ'। ঘড়িঘরের ঠিক বিপরীতেই অবস্থান করছে নিজামত ইমামবাড়া। এই বিশাল ইমামবাড়াটি কেবল মহরমের সময়ই জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বছরের বাকি দিনগুলোতে পর্যটকরা বাইরে থেকেই এর সৌন্দর্য উপভোগ করেন। সব মিলিয়ে চক মসজিদ থেকে ইমামবাড়া; কিলা নিজামতের প্রতিটি ইটে জড়িয়ে আছে নবাবী বাংলার আভিজাত্য। লন্ডনের বিগ বেনের আভিজাত্য আর বাংলার গ্রামীণ স্নিগ্ধতা যেন এই ঘড়িঘরের হাত ধরে এক বিন্দুতে মিলেছে। গোধূলি বেলায় ভাগীরথীর পাড়ে এই মিনার এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করে, যা আজও ভ্রমণপিপাসুদের টানে বারবার।

রানীনগরে কংগ্রেসের দুর্গ ভাঙল, জোড়াফুল শিবিরে প্রাক্তন প্রধান

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের রানীনগরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে গেল। দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা তথা রানীনগর অঞ্চলের দু'বারের প্রাক্তন প্রধান এবং প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি অনুগামীদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম লেখালেন তৃণমূল কংগ্রেসে। খায়রুল ইসলামের বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কয়েকশো কংগ্রেস কর্মী ঘাসফুল শিবিরের পতাকা হাতে তুলে নেন। জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের হাত ধরেই এই দলবদল সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনের আগে এই ভাঙন মুর্শিদাবাদের ওই ব্লকে কংগ্রেসের ভিত নাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যোগদান মঞ্চে নতুন কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক জাকির হোসেন। নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে যারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানান।' একইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থেকে কাজ করে, আর সেই উন্নয়নের ধারাকে আরও শক্তিশালী করতেই এত মানুষ আজ তৃণমূলের পতাকার তলায় এসেছেন।' দলত্যাগী প্রভাবশালী নেতার দাবি, রাজ্যের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই এই সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, এই দলবদল ঘিরে কংগ্রেস শিবিরে আশঙ্কার মেঘ দেখা দিয়েছে। একযোগে এত কর্মীর প্রস্থান এবং প্রাক্তন প্রধানের বিদায়কে বড় ক্ষতি হিসেবে দেখছে রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব। যদিও তৃণমূলের দাবি, মানুষ উন্নয়নের নিরিখেই আস্থা রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রঘুনাথগঞ্জের আগামী দিনের লড়াইয়ে এই যোগদান শাসক শিবিরকে অনেকটাই বাড়তি মাইলেজ দেবে।

'জীবিত' প্রমাণের লড়াই বহরমপুরে, ডিএম অফিসে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন

নয়া জামানা,বহরমপুর ঃ সামনেই বিধানসভা ভোট, অথচ চূড়ান্ত তালিকায় নামের পাশে লেখা 'ডিলিটেড'। নিজেকে ভারতীয় নাগরিক ও জীবিত প্রমাণ করতে নথিপত্র হাতে সোমবার সকাল থেকেই বহরমপুরে জেলাশাসকের দপ্তরে ভিড় জমালেন হাজার হাজার মানুষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ১১ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন পর্যায়ে রয়েছে। এই উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা নিয়েই সপ্তাহের প্রথম দিন জেলা প্রশাসনিক ভবনের হেল্প ডেস্ক ও কন্ট্রোল রুমে ভিড় জমান তরুণ থেকে বৃদ্ধ সকলেই। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় নাম বাদ যাওয়ায় সোমবার বহরমপুরে জেলাশাসকের দপ্তরে আক্ষরিক অর্থেই আছড়ে পড়ে জনস্রোত। লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের চোখে-মুখে ছিল চাপা উত্তেজনা আর আতঙ্ক। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে নতুন করে নাম তোলার আবেদন জানান তাঁরা। কেউ এনেছেন জমির দলিল, কেউ আধার কার্ড, আবার কেউ পুরনো ভোটার কার্ড বা জন্ম সার্টিফিকেট। 'ডিলিটেড' ভোটারদের একাংশ ক্ষোভের সুরে জানান, 'এতদিন নিয়মিত ভোট দিলেও হঠাৎ করেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম উধাও। ফলে নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করার দায় এসে পড়েছে তাঁদের উপরই।' প্রসাশনিক সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ১১ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য এখনও ঝুলে রয়েছে। রাজ্যে যেখানে মোট ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম বিবেচনাধীন, সেখানে শুধু এই জেলাতেই সেই সংখ্যাটা বিপুল। ফর্ম-৭ যাচাইয়ের পর জেলায় ১৪ হাজার ৯৮৫ জনের নাম পাকাপাকিভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ফর্ম-৬ এর মাধ্যমে নতুন করে নাম নথিভুক্ত করেছেন ৫,২৭২ জন। এর আগে খসড়া তালিকা প্রকাশের সময় নাম ছিল ৫৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ভোটারের, যার মধ্যে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার নাম আগেই বাদ পড়েছিল। বর্তমানে জেলা প্রশাসনিক ভবনে বিশেষ হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে ধাপে ধাপে আবেদন প্রক্রিয়া চলছে। তবে ভিড়ের চাপে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্মীরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের একটাই দাবি, দ্রুত এই সমস্যার নিষ্পত্তি হোক। প্রশাসনিক ভবনের অন্দরে কান পাতলে এখন একটাই শব্দ শোনা যাচ্ছে, 'বিচারাধীন'। ভোটের আগে এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম কি আদৌ তালিকায় ফিরবে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জেলার অলিতে গলিতে। আপাতত নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের লড়াইয়ে নথিপত্রই একমাত্র ভরসা বহরমপুরের এই মানুষগুলোর।

ঃ সামনেই বিধানসভা ভোট, অথচ চূড়ান্ত তালিকায় নামের পাশে লেখা 'ডিলিটেড'। নিজেকে ভারতীয় নাগরিক ও জীবিত প্রমাণ করতে নথিপত্র হাতে সোমবার সকাল থেকেই বহরমপুরে জেলাশাসকের দপ্তরে ভিড় জমালেন হাজার হাজার মানুষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ১১ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন পর্যায়ে রয়েছে।

বিশেষদের মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর গার্লস কলেজে অনুষ্ঠিত হল একদিনের রাজ্যস্তরের সেমিনার। শিক্ষা, আইন, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর এই সেমিনারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বহরমপুর গার্লস কলেজ প্রাক্তনী সমিতির উদ্যোগে এবং আইকিউএসি-র নির্দেশনায় আয়োজিত এই সেমিনারে সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষভাবে সক্ষমদের অবস্থান, তাঁদের অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। আলোচকরা জানান, অবহেলা বা বঞ্চনা নয়, বরং সামাজিক স্বীকৃতি, আইনি অধিকার, শিক্ষার সুযোগ এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করলেই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা সমাজের মূল ধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের দফতরের অতিরিক্ত জেলাশাসক চিরন্তন প্রামাণিক। অনলাইনে বক্তব্য রাখেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সবিত্রী নন্দা চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর গার্লস কলেজের প্রাক্তনী ও বেহালা কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক স্মৃতি নন্দিনী রায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট কল্পতরু ঘোষ। বক্তারা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইন, সরকারি প্রকল্প এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলি তুলে ধরেন। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন এবং সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগে কীভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব, সেই বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।এই সেমিনারে শিক্ষক-শিক্ষিকা, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজে তাঁদের মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। আয়োজকদের মতে, এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে সমাজে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

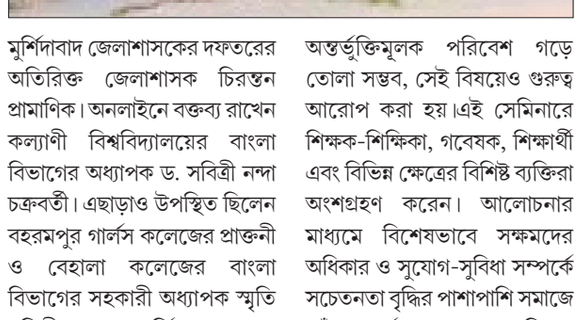

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 11

ফের ইমেল আতঙ্ক ! সিউড়ি জেলা আদালত চত্বরে কড়া নজরদারি

তারিক আনোয়ার ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

বার কাউন্সিলের নির্বাচন চলাকালীনই ফের হুমকি মেল ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল সিউড়ি জেলা আদালতে। সোমবার সকালে আদালত কর্তৃপক্ষের কাছে একটি ই-মেলের মাধ্যমে হুমকির বার্তা পৌঁছায় বলে জানা গেছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই তৎপর হয়ে ওঠে জেলা পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গেই আদালত চত্বরে বাড়ানো হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা।আদালতের বিভিন্ন এজলাস, অফিস কক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশে তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড।

গোটা আদালত চত্বর ঘিরে কড়া নজরদারি শুরু করা হয় এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আনা হয়।জানা গেছে, এর আগেও গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সিউড়ি জেলা আদালতে একই ধরনের একটি হুমকি মেল এসেছিল। সেই ঘটনার পরেই আদালত চত্বরে ব্যাপক তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

যদিও তখন কোনও সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি। তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে ফের একই ধরনের হুমকি মেল আসায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে আইনজীবী, আদালত কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে গভর্নমেন্ট পিপি মলয় মুখার্জি জানান, তামিলনাড়ুতে একসময় এই ধরনের হুমকি মেলকে হালকাভাবে নেওয়া হয়েছিল। পরে সেখানে একটি দুর্ঘটনাও ঘটে। তাই এই ধরনের ঘটনাকে কোনওভাবেই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে।

বিজেপির তরফ থেকে উদয় শংকর ব্যানার্জি বলেছেন এই ঘটনার সঙ্গে জামাতি সংগঠনের যোগ থাকতে পারে। তাদের বক্তব্য, জয় বাংলা স্লোগানটি ভারতের নয়, এটি বাংলাদেশের। অনুব্রত মণ্ডলের মতো কিছু মানুষ এটিকে এখানে আমদানি করেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জেলা পুলিশের সুপারের কাছে পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তোলা হয়েছে। এদিকে বারবার এই ধরনের হুমকি মেল আসায় সিউড়ি জেলা আদালত চত্বরের পরিবেশে উদ্বেগ ও আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে।আইনজীবী, আদালত কর্মচারী থেকে শুরু করে মামলার কাজে আসা সাধারণ মানুষও এই ঘটনায় যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যদিও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্বামী-সন্তানের টানে বাংলাদেশে এসে কারাবাসে ঠাঁই, ৮ মাস পর ভারতে ফিরল ফাল্গুনী

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নিজের প্রথম স্বামী-সন্তানের টানে বাংলাদেশে যাওয়া।এরপর জীবনে নেমে এল দুর্গতি।মারধর করে পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে ভারতে ফেরত যেতে বলে প্রথম স্বামী।বাধ্য হয়ে সীমান্তে চোরা পথে পা বাড়ায় সে। কিন্তু ধরা পড়ে বিজিবির হাতে। এরপর ঠাঁই হয় বাংলাদেশের কারাগারে।*আট মাস কারাভোগের পর রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বন্দরের আইসিপি সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে হস্তান্তর করে বিজিবি।বাংলাদেশে আটক ফাল্গুনী রায় (২৮) ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগুনার বনগা থানার সিংড়ী টেঙরা কলোনীর বাসিন্দা। হস্তান্তরের সময় তার স্বামী ভারতীয় নাগরিক প্রসেনজিৎ উপস্থিত ছিলেন।

২০২৫ সালের জুন মাসে ফাল্গুনী রায়* বৈধ পথে বাংলদেশে আসে।*ফাল্গুনী তার প্রথম স্বামী ও ছেলে সন্তানের সঙ্গে* দেখা করতে পিরোজপুর জেলার স্বরুপকাঠিতে যায়। কিন্তু* তাকে মারধর করে পাসপোর্ট ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।কোনো উপায় না পেয়ে ফাল্গুনী ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানা একালায় এসে নিকট আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেয়। এরপর সে পাসপোর্ট* ছাড়া ভারত

ফেরার উপায় খুঁজছিল। এক পর্যায়ে সীমান্ত পেরোতে গেলে বিজিবির হাতে আটক হয়।পরবর্তীতে বাংলদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে মহেশপুর থানায় মামলা হয় তার বিরুদ্ধে, ঠাঁই হয় কারাগারে।দুটি মামলায় তার জেল হয় ৪ মাস ৫ দিন। কারা মেয়াদ শেষ হলেও দু'দেশের অভিবাসন প্রক্রিয়ার জটিলতায় তাকে ৮ মাস ১০ দিন কারাগারে থাকতে হয়। এরপর তাকে ভারতে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১০ জানুয়ারি ঝিনাইদহ থেকে আনা হয় চুয়াডাঙ্গা কারাগারে। যাচাই বাছাই শেষে ভারতীয় দূতাবাস গত ডিসেম্বর মাসে ছাড়পত্র দেন। পরবর্তীতে জানুয়ারি ২০২৬ মধ্যভাগে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সুরাক্ষা বিভাগ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়।ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন থাকবার কারনে ফেরত পাঠানো সম্ভবপর হয়না।দীর্ঘ আট মাসের আইনি জটিলতা শেষে রবিবার সকাল ১০টায় বাংলাদেশের দর্শনা বন্দরের আইসিপি* সীমান্ত* দিয়ে ভারতের গেদে সীমান্তের বিএসএফ'র কাছে হস্তান্তর করে। এই সময় বিজিবি-বিএসএফ, কাস্টমস-ইমিগ্রেশন, থানা পুলিশ, এনজিও, মানবাধিকার সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের প্রতিবাদে বামেদের ধিক্কার মিছিল

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাজ্য জুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রাথমিক ভোটার তালিকায় বহু নাম বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, বহু নাম বাদ গেছে । এর প্রতিবাদে এবার সরব হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। প্রকৃত ভোটারদের নাম নিয়ে এই টালবাহানার প্রতিবাদে তেহট্টতে বিশাল মিছিল এবং তেহট্ট বিডিও অফিসের কাছে ডেপুটেশন জমা দিল বাম নেতৃত্ব।এদিন তেহট্ট সিপিআই(এম) দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি তেহট্ট বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে তেহট্ট বিডিও অফিসে এসে শেষ হয়। সেখানে সিপিআই(এম)-এর এক প্রতিনিধি দল একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।এদিনের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সিপিআইএম এর জেলা সদস্য সুবোধ বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক রঞ্জিত মন্ডল ও এরিয়া কমিটির সম্পাদক নীতিশ সরকার।বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপির প্রত্যক্ষ অঙ্গুলি হেলনে নির্বাচন কমিশন এই ধরনের

পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং তৃণমূল সরকারের চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণেই বহু সাধারণ মানুষ আজ অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সিপিআই (এম) নেতাদের দাবি, নতুন এই তালিকায় তেহট্ট বহু স্থায়ী বাসিন্দা ও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেছে, বা বিচারাধীন অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এর ফলে বহু সাধারণ মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।এদিনের ডেপুটেশনে ব্লক প্রশাসনের কাছে মূলত তিনটি সুনির্দিষ্ট দাবি জানানো হয়েছে অবিলম্বে ত্রুটিমুক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।বিচারাধীন অবস্থায় থাকা ভোটারদের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পদক্ষেপ নিতে হবে।সিপিআই(এম) নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় প্রশাসন দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে দল।

এসএসসি গ্রুপ-বি পরীক্ষায় মোবাইল সমেত গ্রেফতার ৬

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এসএসসির পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ ও টুকলি করার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ৬ পরীক্ষার্থী। সূত্রের খবর, রবিবার ছিল রাজ্যে এসএসসির গ্রূপ বি এর চাকরির পরীক্ষা।

অভিযোগ, সেই পরীক্ষায় পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স গেজেট নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকায় থাকা একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে লুকিয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করে কিছু পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকা পরীক্ষকদের বিষয়টি নজরে এলে তারা শান্তিপুর থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানা এলাকার পৃথক পৃথক পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে মোট ৬ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে শান্তিপুর পুলিশ। সোমবার ধৃত পরীক্ষার্থীদের নদীয়ার রানাঘাট আদালতে পাঠিয়েছে শান্তিপুর পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনার পর, প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে পুলিশের তরফে। এর আগেও একই অভিযোগে চার পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এবার সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ছয়।

৫০ বছরের সমস্যার অবসান ! চাকদহে শুরু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণের কাজ

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ ৫০ বছরের পুরোনো সমস্যার অবসান। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবশেষে অনুমোদন পেল চাকদহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। এদিন নারকেল ফাটিয়ে প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

চাকদহ চৌরাস্তা থেকে বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ পর্যন্ত ১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা ডাবল লেন হিসাবে নির্মিত হবে। রাস্তার দুই পাশে জল নিষ্কাশনের জন্য তৈরি করা হবে নর্দমা। পুরো রাস্তাটা পেভার ব্লক দিয়ে নির্মাণ করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য শিফটিং এর খাতে আরও প্রায় ৮ কোটি টাকা খরচা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে এই রাস্তা নিয়ে একটি সমস্যা ছিল, যা অবশেষে প্রশাসনিক তৎপরতায় সমাধান হতে যাচ্ছে।

স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে নিত্য পথযাত্রী সবারই রাস্তাটির উপর দিয়ে যাতায়াতে অত্যাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। রাস্তার সংস্করণের এই বিষয়টিকে ঘিরে স্থানীয়রা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস দলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

বোলপুরে ফের চুরি, স্কুলের রান্নাঘর থেকে উধাও মিড-ডে মিলের সামগ্রী

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ফের চুরির ঘটনা ঘটল বোলপুর শহরে। রবিবার গভীর রাতে শান্তিনিকেতন থানার লায়েকবাজার রূপান্তরিত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক এই চুরির ঘটনাটি ঘটে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা বিদ্যালয়ের গ্রিল বাঁকিয়ে ভিতরে ঢোকে। এরপর তারা রান্নাঘরের দরজার ছিটকিনি ভেঙে মিড - ডে মিলের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার, কড়াই, ঢাকনা, ডেচকি, বালতি, প্রেসার কুকারের ঢাকনা, চায়ের সরঞ্জাম ও কিছু থালা।বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, স্কুলের প্রবেশদ্বারে সঠিক গেটের ব্যবস্থা নেই এবং সীমানা প্রাচীরও খুবই নিচু। সেই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা সহজে স্কুলে ঢুকে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিরাপত্তার অভাবের কারণে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রায়ই

নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবশিষ্ট পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত গড়াই জানান, সোমবার সকালে প্রায় দশটা পঁচিশ নাগাদ স্কুলে এসে দেখি রান্নার দিদিরা তালা খুলতে না পেরে বসে আছেন। তাঁরা আমাকে জানালে তালা খুলতে গিয়ে দেখি মূল গেটের গ্রিল বাঁকানো। রান্নাঘরের দরজার ছিটকিনি ভাঙা অবস্থায় ছিল। এরপর স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যান্য শিক্ষককে ডেকে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখি রান্নার বেশিরভাগ সামগ্রী নেই। বড় ডেকচি ও কড়াই ছাড়া বাকি বাসনপত্র গ্রিল বাঁকিয়ে নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। স্কুলের প্রবেশদ্বারে মূল গেট না থাকায় সমস্যা হয়। অনেকেই স্কুলের পাশে শৌচকর্ম করে। যার ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এরকম দুষ্কৃতিদের উপদ্রব বাড়লে কিভাবে স্কুল চালাব ? এর আগেও স্কুলের জানালা দিয়ে কিছু বাসন চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্কুলের প্রবেশদ্বারে গেট ও সীমানা প্রাচীর উঁচু করলেই সমাধান মিলতে পারে বলেও জানান তিনি। এই চুরির ঘটনার প্রেক্ষিতে শান্তিনিকেতন থানায় স্কুলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলেজ ক্যাম্পাসে হিন্দি গানে অধ্যাপকদের নাচ ! ভিডিও ভাইরালে বিতর্ক

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নাচের ভিডিও এখন সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বলিউডের গানে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাল মেলাচ্ছেন ও কোমর দোলাচ্ছেন স্বয়ং কলেজেরই একাধিক শিক্ষক বৃন্দরা। আর তাতেই ছড়িয়ে পড়েছে নিন্দার ঝড়। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কও উঠেছে যে কেনই বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন এক দৃশ্য? হিন্দি গানের সাথে কেনই বা নাচবেন অধ্যাপক অধ্যাপিকারা? জানা গেছে কিছুদিন আগে কলেজ চত্বরে অধ্যাপকদের একটি অনুষ্ঠান ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর্ব মিটে যাওয়ার পরে সেখানে শুরু হয় নাচ গানের আসর। কলেজের ভিতরে বড় বড় সাউন্ড বক্স বসিয়ে হিন্দি গান বাজানো শুরু হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা শুরু করে নাচ। উপস্থিত কয়েকজন অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে তালি বাজাচ্ছেন আবার অনেকে নিজের জায়গা থেকে উঠে গানের তালে নিজেও নাচ করছেন। ভিডিওটি নেট মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই যথেষ্ট সমালোচিত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম মেনে চলা কেবল শিক্ষার্থীদের কর্তব্য? অধ্যাপকদের কি কোন দায়িত্ব ও সম্মান বোধ নেই? ঘটনাটি প্রসঙ্গে কলেজের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, তিনি ভিডিওটি সম্পর্কে কিছু জানেন না। যদি ঘটনাটি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 12

সন্ত্রাসের সরকার যাবে ,পরিবর্তন যাত্রায় শাসক দলকে তোপ মানিক সাহার

সুজিত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

ছাব্বিশের বিধানসভায় তৃণমূল আর এই রাজ্যে থাকছে না, তাকে ধরেও রাখা যাবে না। এই রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে এই সরকার থাকলে এই রাজ্যে আরও অরাজকতা তৈরী হবে। তাই সন্ত্রাসের সরকার এবার নিপাত যাবে।' সোমবার বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচিতে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার কার্জন গেটের সভায় এসে এ রাজ্যের শাসকদলকে বেনজির আক্রমন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

এদিনের সভায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আই পি এস তথা বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি ভারতি ঘোষ, বর্ধমান বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী, রাজ্য সম্পাদক তথা বর্ধমান জেলা ইনচার্জ মনোজ পান্ডে, বর্ধমান বিভাগের ইনচার্জ সুনীল গুপ্তা, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার ইনচার্জ, বাপ্পা চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন, এ রাজ্যে ধর্মীয় উৎসব পালনে বাঁধা দেওয়া হয়, সরস্বতী পুজো বন্ধ, দূর্গাপুজো করতে কোর্টে যেতে হয়, মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসের মত নিরীহ ব্যাক্তিদের শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারনে খুন হতে হয়। সন্দেশখালি, কামদুনির মত জায়গায় মহিলাদের ধর্ষন করা হয়। এই রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে এসে ভোটব্যাঙ্ক করে রাজ্যের শাসকদল।

তাই এই সন্ত্রাসের সরকার বাংলার মানুষ আর চায় না। এস আই আরে ৬০ লক্ষ চলে গেছে, বাকি ৬৪ লক্ষর কি হবে সেটা সবাই দেখতে পাবে। ত্রিপুরার মুখ মন্ত্রী এদিন তৃণমূলের পাশাপাশি বাম জামানাকেও কটাক্ষ করতে ছারেন নি। তার দাবী ত্রিপুরাতে ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। সেখানে ৩৩ টি প্রকল্প চলছে। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে।

তাই বঙ্গে বিজেপি এলে সবকিছুরই পরিবর্তন হবে। তৃণমূল কে সিপিএমের ভূতে ধরেছে বলেও এদিন কটাক্ষ করেন তিনি। তাছাড়া এই রাজ্যে সাইলেন্ট ডেমোগ্রাফির পরিবর্তন করা হচ্ছে বলেও এদিন শাসকদলের প্রতি অভিযোগের আঙুল তোলেন তিনি। এদিন ভারতি ঘোষও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, রাজ্যে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ছেলেমেয়ে বাইরে চলে যায় বেকারত্বের জন্য।

সোনার বাংলা আজ অন্ধকারে চলে গেছে। আয়ুস্মান ভারতের জন্য অনেকে চিকিৎসা পাচ্ছেন না। ভিক্ষার বাংলায় পরিনত করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তৃণমূল আসার পরে এই রাজ্য থেকে ৪৪৮ টি ক্লাসিফায়েড শিল্প চলে গেছে এবং প্রায় ৭ হাজারের উপর আন ক্লাসিফায়িড শিল্প ধ্বংস হয়েছে। ২ লাখ কোটি টাকা সিপিএম দিয়েছিল, মমতা ৮ লাখ কোটি টাকা ঋন করেছে। ৮০ হাজার টাকা মাথা পিছু ঋণ। বাড়ির মেয়ে বাইরে গেলে ফিরে আসবে কিনা চিন্তায় থাকে বাংলার মানুষ। চাকরি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে রোজ।

তাই এবার ভয়হীন চিত্তে ভোট দিতে হবে এবং শাসকদলের চোখে চোখ রেখে ভোট দিতে হবে বলে আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, বঙ্গ বিজেপির 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার' কর্মসূচিতে সোমবার বিজেপির সাতটি মন্ডলে রথের মাধ্যমে এই পরিবর্তন যাত্রা করে। এদিন কালনা মন্তেশ্বর, মেমারি, জামালপুর, রায়না, খন্ডঘোষ ও বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভাতে এসে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শেষ হয়।

ট্রেন বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ, কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে ডেপুটেশন

আমিনুর রহমান , নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ ভাতাড় রেলস্টেশনে একাধিক দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল বর্ধমান,কাটোয়া রেলযাত্রী সমিতি। মূলত বর্ধমান,কাটোয়া রেলপথে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দাবিতে এই কর্মসূচি চলে। এদিন ভাতাড় রেলস্টেশন চত্বরে যাত্রী সমিতির সদস্য ও স্থানীয় মানুষজন জড়ো হয়ে বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দেন। পরে স্টেশন ম্যানেজারের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।রেলযাত্রীদের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বর্ধমান,কাটোয়া লাইনে যাত্রীসংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষ কাজ, পড়াশোনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে এই লাইনের ট্রেনের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ট্রেনের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। ফলে অনেক সময় অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে যাত্রীদের যাতায়াত করতে হয়। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে অন্তত দু জোড়া নতুন ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছেন

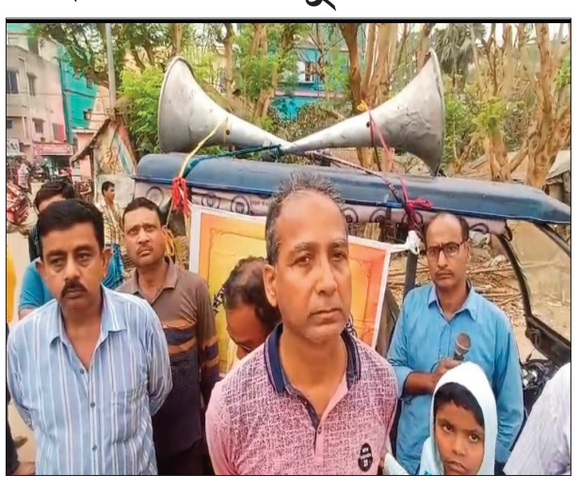

যাত্রীরা। পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট স্টেশনে পানীয় জলের অভাব এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতির বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে।

একই সময়ে কাটোয়া শহরে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বর্ধমান,কাটোয়া রাজ্যসড়ক ধরে যাওয়ার সময় ভাতাড় বাজারের নাসিগ্রাম মোড়ে তাঁর কনভয় থামিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও রেলযাত্রী সমিতির সদস্যরা। সেখানে তাঁকে পুরো বিষয়টি জানানো হয় এবং দাবিপত্রের একটি প্রতিলিপিও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।রেলযাত্রী সমিতির সদস্যরা জানান, বহুদিন ধরেই এই দাবিগুলি জানানো হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই আবারও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

দাবিপত্র গ্রহণ করার পর সুকান্ত মজুমদার আশ্বাস দেন, বিষয়টি তিনি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের কাছে দাবিপত্রটি পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর এই আশ্বাসে কিছুটা আশাবাদী রেলযাত্রীরা।

আবাসের তালিকা ঘিরে বিক্ষোভ উপভোক্তাদের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আবাস যোজনা প্রকল্পের তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে সোমবার ব্যাপক উত্তেজনা উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকের বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। উপভোক্তাদের তরফে দফায় দফায় বিক্ষোভে সামিল হন। অভিযোগ, পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও এবং এর আগে আবাস প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া ব্যক্তিদের নামও নতুন করে তালিকায় উঠে এসেছে। এই অভিযোগে পঞ্চায়েত অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার ভাটাকুল সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জড়ো হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বহু গরিব মানুষ দিদিকে বলো-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, প্রকৃত প্রাপকদের অনেকেরই নাম বাদ পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, যাদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যাদের ইতিমধ্যেই পাকা বাড়ি রয়েছে। আবার কেউ কেউ এর আগে আবাস প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার পরও নতুন তালিকায় ফের তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দাবি এর ফলে প্রকৃত উপভোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং তালিকা পুনরায় যাচাইয়ের দাবি তোলেন। খবর পেয়ে ভাতার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সময় পঞ্চায়েত অফিসে উপস্থিত ছিলেন না বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লায়লা বেগম চৌধুরী। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, আবাস যোজনার তালিকা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে কিছু জানেন না। বিষয়টি নিয়ে নেতৃত্বের তরফ থেকেও কোনও সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে তিনি পঞ্চায়েত প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি চাওয়ার কথাও জানান। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রকৃত দরিদ্র মানুষদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে তালিকা নতুন করে যাচাই করা হোক।

৫৩৭১ জন যুবক-যুবতীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল যুবসাথীর টাকা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ যুবক, যুবতীদের সমর্থন পাওয়ার আশায় ছিল বিজেপি। তাদের ধারণা ছিল, নতুন ভোটারদের বড় অংশ সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে তাদের দিকে ঝুঁকবে। কিন্তু রাজ্য সরকারের যুবসাথী প্রকল্প সেই সমীকরণে নতুন মোড় এনে দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ইতিমধ্যেই বহু যুবক,যুবতীর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করায় জেলায় উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই ৫ হাজার ৩৭১ জন যুবক,যুবতীর অ্যাকাউন্টে যুবসাথীর টাকা জমা হয়েছে। পাশাপাশি জেলার প্রায় ১৩ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের অনুদান। এছাড়া ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৬৮ জন বিধবাভাতা এবং ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৭২ জন বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন। জেলার বিপুল সংখ্যক ভোটার বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ায় বিজেপি চাপে পড়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। এতদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প

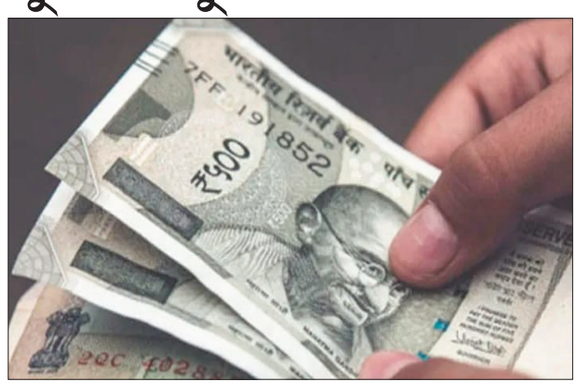

মূলত মহিলা বা ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র করে ছিল। এবার যুবসাথী প্রকল্প চালু করে সরাসরি যুবক, যুবতীদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। অনেক যুবক,যুবতীর মতে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। রেল, সেইল বা ইসিএলের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে নিয়োগ কমেছে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানাতেও নতুন করে নিয়োগের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ। বর্ধমানের বাসিন্দা চঞ্চল ঘোষ বলেন, অনেকেই অর্থের অভাবে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার ফর্ম তুলতে পারতেন না। যুবসাথীর টাকা সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান করবে। বই কিনে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই অর্থ কাজে লাগবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে যুবসাথী প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার বড় কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রাসবিহারী হালদার বলেন, যুবসাথী প্রকল্প যুবসমাজকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। যদিও বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রের দাবি, অল্প টাকায় যুবসমাজকে প্রভাবিত করা যাবে না, পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েই এগোচ্ছে তরুণ প্রজন্ম।

মাইক নিয়ে বচসা বিডিও অফিসে, বিডিও-প্রাক্তন বিধায়ক সংঘাত

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পাটুলি পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে সোমবার সিপিআইএমের ডেপুটেশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন দুপুরে বাম নেতৃত্ব ও কর্মীরা এসআইআর-এ প্রতিটি যোগ্য ভোটারের নাম সুরক্ষিত রাখার দাবি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিতে বিডিও অফিসে উপস্থিত হন।অভিযোগ, ডেপুটেশন জমা দেওয়ার আগে বাম কর্মীরা বিডিও অফিস চত্বরে মাইক নিয়ে সভা করার উদ্যোগ নিলে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অঞ্জন ঘোষাল তাতে আপত্তি জানান। তিনি অফিসের ভেতরে মাইক ব্যবহার করে সভা করার অনুমতি দেননি বলে জানা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার প্রাক্তন বাম বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহার সঙ্গে বিডিওর বাগবিতণ্ডা শুরু হয়।পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক বাড়তে থাকে।সিপিআইএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বিডিও তাঁদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখছেন না। অন্যদিকে বিডিও অঞ্জন ঘোষাল দাবি করেন, অফিসে সে সময় এসআইআর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছিল, সেই কারণেই তিনি মাইক নিয়ে সভা করতে বারণ করেছিলেন। তাঁর আরও অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কটূক্তি করা হয়। এটা আপনাদের জামানা নয় এই ধরনের কোনও মন্তব্য তিনি করেননি বলে স্পষ্টভাবে দাবি করেন বিডিও।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিও অফিস চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পূর্বস্থলী থানার আইসি সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা বর্ধমান ঃ গাড়ির সঙ্গে মোটর বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের।

ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানা এলাকার পিপলন গ্রামের কাছে। মৃত যুবকের নাম সেখ আজহারউদ্দীন (২৫)।

তার বাড়ি শানাপাড়া গ্রামে। পারিবারিক সূত্র জানা যায় চার মাস আগে বিবাহ হয়েছিল সেখ আজহারউদ্দিনর। দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল নটার সময় মন্তেশ্বর থানা মুরুলিয়া গ্রামে দিদির বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে পিপলন ও ভাগড়া বাজার ঢোকার আগে, একটি অজানা গাড়ি বাইকে ধাক্কা মেরে চলে যায়।আর সেখানেই আজহারউদ্দিন রাস্তার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল।

পরিবর্তন যাত্রা জনশূন্যতা, বিজেপি কর্মসূচি ঘিরে কটাক্ষ তৃণমূলের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কিন্তু সোমবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে সেই যাত্রার সুর কাটল দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি না হওয়ায়।খোদ দলের কেন্দ্রীয় পদাধিকারী দিলীপ ঘোষ এবং প্রাক্তন আইপিএস নেত্রী ভারতী ঘোষের উপস্থিতিতেও দেখা গেল না প্রত্যাশিত জনজোয়ার। যা নিয়ে বর্তমানে জেলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।কর্মসূচি ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই গেরুয়া শিবিরের অন্দরে সাজ সাজ রব ছিল। প্রচারের পারদ চড়িয়ে যে বিপুল জনসমাগমের কথা বলা হয়েছিল, বাস্তবে তা হল না। ফলে দলের অন্দরেই দেখা গেল ক্ষোভ বিক্ষোভ। রাজ্যস্তরের হেভিওয়েট নেতারা যখন মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন, তখন সামনের সারিতে উপস্থিতির সংখ্যা হাতেগোনা শতাধিক মাত্র। যা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রচারের ঢক্কানিনাদ থাকলেও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল একেবারেই নিম্নমুখী। অনেকে বলেছেন জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের যে সংগঠন গড়ে তুলেছেন মেহেমুদ খান, ভুতনাথ মালিকরা সেখানে কার্যত বিজেপি সেখানে কিছুটা ব্যাকফুটে। ফলে পরিবর্তন যাত্রা জমাতে পারলো না বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের এই দাবি নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। দিলীপ ঘোষের মতো বাগ্মী নেতা এবং ভারতী ঘোষের মতো পরিচিত মুখ থাকা সত্ত্বেও কেন এই জনশূন্যত। এই প্রশ্ন এখন বিজেপির অন্দরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। জেলা সংগঠনের শক্তি নিয়ে উঠতে শুরু করেছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দলীয় কোন্দল এবং সঠিক রণকৌশলের অভাবেই এই 'পরিবর্তন যাত্রা' জামালপুরের মাটিতে কার্যত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। জামালপুরের তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি যে জনবিচ্ছিন্ন একটি দল, তা আজকের কর্মসূচিয়েই প্রমাণিত।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 13

বছরের অন্নপূর্ণা পুজো, উৎসবের আমেজে মুখর বাঁকুড়ার কাপিষ্টা গ্রাম

নয়া জামানা ।। বাঁকুড়া

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে; ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, এর বিখ্যাত কাব্য অন্নদামঙ্গল,এর সেই প্রার্থনা যেন আজও জীবন্ত হয়ে আছে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের কাপিষ্টা গ্রামে। প্রায় ১০৪ বছর ধরে এই গ্রামে পূজিতা হয়ে আসছেন দেবী অন্নপূর্ণা। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, দেবীর কৃপায় এখানে অন্নের অভাব হয় না। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর উৎসবের আবহে মেতে ওঠে গোটা গ্রাম। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক রেলকর্মীর স্বপ্নাদেশ থেকেই এই পুজোর সূচনা। জানা যায়, ১৯২২ সালে (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) কাপিষ্টা গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দচন্দ্র দুবে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো শুরু করেন। সে সময় তিনি উত্তরপ্রদেশের মোগলসরাইয়ে রেলে চাকরি করতেন। প্রতি সপ্তাহে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। পরে বদলি হয়ে আসানসোলে এলেও দেবীর প্রতি তাঁর ভক্তিতে কোনও ভাটা পড়েনি। লোকমুখে প্রচলিত আছে, একদিন আসানসোল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্লভপুরের জঙ্গলে এক রহস্যময়ী মহিলার সঙ্গে তাঁর দেখ া হয়। সেই মহিলা কাপিষ্টা গ্রামে যেতে চাইলেও লোকলজ্জার ভয়ে তাঁকে সঙ্গে আনেননি গোবিন্দচন্দ্র। পরে বাড়ি ফিরে তিনি বারবার স্বপ্নে সেই মহিলাকে দেখতে পান। স্বপ্নে ওই মহিলা নিজেকে কাশীর অন্নপূর্ণা বলে পরিচয় দেন এবং তাঁর গৃহে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর কুলপুরোহিত ও গ্রামের টোল পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ঘটা করে দেবী অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা করা হয় কাপিষ্টা গ্রামে। সেই থেকেই শুরু হয় নিয়মিত পুজো ও আরাধনা। গোবিন্দচন্দ্র দুবের মৃত্যুর পরে পুজোর দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র ধনঞ্জয় দুবে। বর্তমানে ধনঞ্জয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হৃদয়মাধব দুবে প্রায় ৩২ বছর ধরে এই পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। হৃদয়মাধব দুবের উদ্যোগেই ২০১৭ সালে কাপিষ্টা গ্রামে নির্মিত হয়েছে দেবী অন্নপূর্ণার একটি সুদৃশ্য মন্দির। বর্তমানে মন্দিরে স্থাপিত পাথরের মূর্তিটি আনা হয়েছে খোদ বারাণসী,র কাশীধাম থেকে। মন্দিরে প্রতিদিন তিনবেলা পুজো হয় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পুজো হয়। অষ্টমী, নবমী ও দশমী; এই তিন দিন ধরে পুজো, যজ্ঞ, নরনারায়ণ সেবা, কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে পুরো গ্রাম। দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের থাকার জন্য গ্রামে গেস্ট হাউসও তৈরি করা হয়েছে। বাঁকুড়ার গবেষক অধ্যাপক সৌমেন রক্ষিত জানান, জেলায় কয়েকটি অন্নপূর্ণা মন্দির থাকলেও কাপিষ্টা গ্রামের এই মন্দিরটি ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি এখন শুধু একটি ধর্মীয় স্থান নয়, বরং ইতিহাস, লোকগাথা ও বিশ্বাসের এক অনন্য মিলনস্থল। আর কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে দেবী অন্নপূর্ণার বাৎসরিক পুজো। সেই উপলক্ষে ইতিমধ্যেই জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি, আর উৎসবের অপেক্ষায় দিন গুনছেন কাপিষ্টা গ্রামের মানুষ।

সাঁকরাইলে দাতাল হাতির তাণ্ডব, আতঙ্কে একাধিক গ্রাম - কুলঘাগরিতে হাতির হামলায় মৃত্যু মহিলার

ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকে দলছুট দাতাল হাতির তাণ্ডবে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে একাধিক গ্রামে। শনিবার গভীর রাতে ধানঘোরী এলাকায় লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি দাতাল হাতি। রাতভর গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করার পাশাপাশি একটি বাড়ির খামারে ঢুকে কলা বাগানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় হাতিটি।

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকে দলছুট দাতাল হাতির তাণ্ডবে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে একাধিক গ্রামে। শনিবার গভীর রাতে ধানঘোরী এলাকায় লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি দাতাল হাতি। রাতভর গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করার পাশাপাশি একটি বাড়ির খামারে ঢুকে কলা বাগানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় হাতিটি। স্থানীয়দের দাবি, হঠাৎ বাড়ির সামনে হাতিকে দেখে আতঙ্কে ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে হাতি দেখতে গিয়ে হুড়োহুড়ির মধ্যে পালাতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়ে আহত হন এলাকার এক যুবক। পরে স্থানীয়রা তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায়ই জঙ্গল থেকে হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়ায় ধানঘোরী, ছোলাখালি সহ আশপাশের একাধিক গ্রামের মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বারবার বনদপ্তরকে জানানো হলেও দ্রুত স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ তাঁদের। এদিকে শনিবার ভোরে আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে সাঁকরাইল ব্লকের ছত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলঘাগরি গ্রামে। চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে দলছুট হাতির হামলায় মৃত্যু হয় বছর ৫৬-এর মিথিলা মাহাত নামে এক মহিলার। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে ভাঙ্গাগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মর্গে পাঠায়। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আগের দিন একটি হাতির দল ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি হাতি দলছুট হয়ে যায়। বর্তমানে হাতিটি হাঁড়িভাঙ্গা জঙ্গলে রয়েছে বলে জানিয়েছে বনদপ্তর। মৃতার পরিবারের হাতে সরকারি ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

জঙ্গল বাঁচাতে পোস্টার হাতে শিক্ষক! সচেতনতার বার্তা ছড়াচ্ছেন অঞ্জন-মনোজিৎ

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রামের জঙ্গলপথে প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করতে গিয়েই চোখে পড়ত পোড়া পাতা, ভস্মীভূত ডালপালা আর ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা আগুন। সেই দৃশ্য দেখে মন খারাপ হয়ে যেত এক শিক্ষকের। আর সেই থেকেই শুরু হল এক অভিনব উদ্যোগ; জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ বাঁচাতে হাতে লেখা পোস্টার লাগিয়ে মানুষকে সচেতন করার প্রচেষ্টা। ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের ডুমুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা মনোজিৎ মাইতি। তিনি জামবনি ব্লকের পড়শুলি ঝাড়েশ্বর হাই স্কুলে বাংলার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। স্কুলে যাওয়ার পথে তিনি প্রায়ই দেখ তেন জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগানো হচ্ছে। একদিন মোটরবাইক থামিয়ে জঙ্গলের ভেতর তাকাতেই দেখেন আগুনে ঝলসে মারা পড়ে রয়েছে তিনটি টিয়াপাখির ছানা। সেই দৃশ্য তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এরপরই নিজের উদ্যোগে জঙ্গল বাঁচানোর প্রচার শুরু করেন মনোজিৎ।

নিজের টাকায় পোস্টার ছাপিয়ে তিনি গাছের গায়ে গায়ে লাগাতে শুরু করেন। পোস্টারে লেখা থাকে; তজঙ্গল ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করুনদ। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ব্যাগে করে পোস্টার নিয়ে বের হন তিনি এবং রাস্তার ধারে জঙ্গলে সেগুলি লাগিয়ে দেন। এই কাজে তাঁর সহযোদ্ধা হয়েছেন একই স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক অঞ্জন মাহাতো। অঞ্জনের কথায়, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ রক্ষার এই উদ্যোগে তিনি মনোজিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঝাড়গ্রাম মূলত শালের জঙ্গলে ঘেরা এলাকা। শীতের শেষে শুকনো পাতা পড়তে শুরু করলে প্রায়ই জঙ্গলে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে। এতে খরগোশ, শেয়াল, বনশূকর, টিয়াপাখি সহ নানা প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। মনোজিৎ জানান, জঙ্গলের গুরুত্ব বোঝাতে স্কুলেও সচেতনতা শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে বনদপ্তরও। বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা বলেন, জঙ্গল রক্ষায় সাধারণ মানুষের এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

অবহেলায় ঢাকা পুরুলিয়ার প্রাচীন চণ্ডেশ্বর মন্দির, হাজার বছরের ইতিহাস আজও অজানা

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জেলার লধুড়কা এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন চণ্ডেশ্বর মন্দির। বহু পুরোনো এই দেবালয় ইতিহাস ও স্থাপত্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ অনেকটাই অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। মাঠটিতে প্রায়ই রাজনৈতিক সভা ও জনসমাগম হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এখ ানে সভা করলেও মন্দিরে ঢুকে দর্শন করার কথা খুব কমই শোনা যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি যাতায়াত করলেও মন্দিরের পরিচয় জানাতে কোনও দিকনির্দেশক বোর্ড নেই। ফলে অনেকেই এই ঐতিহাসিক মন্দির সম্পর্কে জানতেই পারেন না। একসময় এখানে বহু পাথরের মূর্তি ছিল বলে জানা যায়, তবে তার বেশিরভাগই সময়ের সঙ্গে হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে।

কিছু মূর্তি স্থানীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসের শিক্ষক শ্যামল মণ্ডল জানান, মন্দিরটি সম্ভবত প্রায় হাজার বছরের পুরোনো। যদিও কোনও প্রতিষ্ঠালিপি পাওয়া যায়নি, তবে নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এটি নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

তাঁর মতে, প্রথমে এটি জৈন মন্দির ছিল, পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। মন্দিরের স্থাপত্যে ওড়িশার মন্দিরশৈলীর প্রভাবও দেখা যায়। ইতিহাস গবেষক সুভাষ রায় বলেন, মন্দির থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি হারিয়ে গেছে। বর্তমানে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সংগ্রহশালায় একটি জৈন এবং একটি হিন্দু মূর্তি সংরক্ষিত আছে। স্থানীয় প্রবীণ কিরীটীভূষণ মুখোপাধ্যায় জানান, বহু বছর ধরে এখানে শিবের আরাধনা হয়ে আসছে এবং গাজনের সময় বড় মেলাও বসে। স্থানীয়দের দাবি, সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও গবেষণা করা হলে এই প্রাচীন মন্দিরটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ঘাটালে ট্রাকের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু, ভরদুপুরে প্রাণ হারালেন বৃদ্ধ বাইকচালক

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে সোমবার ভরদুপুরে এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ বাইকচালক। ঘটনাটি ঘটেছে ঘাটাল,পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের ঘড়িমোড় এলাকায়। দুর্ঘটনার খ বর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম রামাপদ দোলুই (৭০)। তিনি ঘাটালের বারগোবিন্দ মান্দারপুর এলাকার বাসিন্দা। সোমবার দুপুর নাগাদ তিনি নিজের মোটরবাইক নিয়ে ঘড়িমোড় এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ঠিক সেই সময় পাঁশকুড়ার দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি মালবাহী ট্রাক আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় রামাপদ দোলুই গুরুতরভাবে আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে

স্থানীয়রা জানান। দুর্ঘটনার পরেই ট্রাকটি দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে খবর পেয়ে পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে এবং কিছু দূরে ঘাটালের নিমতলা এলাকায় গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয়। যদিও ট্রাকের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। পুলিশ ইতিমধ্যে ট্রাকটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এবং পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘাটাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। এই দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতি এবং অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘাটাল থানার পুলিশ।

চন্দ্রকোনার রাজ্য সড়কে ভয়াবহ সংঘর্ষ, মুখোমুখি ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে দুই মারুতি ওম্নি

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সোমবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ব্লকের শ্রীনগর,চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়কে ঘটে গেল এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায় দুটি মারুতি ওম্নি গাড়ি।

দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য ওই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ দ্রুতগতিতে আসা দুটি মারুতি ওম্নি গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অপরের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় একটি গাড়ি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়ে যায়।

অপর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি আমবাগানে

গিয়ে উল্টে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে আশপাশের মাঠে কাজ করা কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারাই প্রথমে উদ্ধারকার্যে হাত লাগান। ভাঙাচোরা গাড়ির ভেতর থেকে দুই চালককে বের করে আনা হয়। স্থানীয়দের উদ্যোগেই আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। গুরুতর আহত এক চালককে দ্রুত রামজীবনপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্য চালককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, আহত ব্যক্তির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং রাস্তা থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 14

‘মোদী বসে, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে !’ ছবি দেখিয়ে মথুরাপুর সভাথেকে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের

নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্য,রাষ্ট্রপতি বিতর্কের আবহে তিনি একটি ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন তুললেন- রাষ্ট্রপতির অপমান আসলে কে করছে? তাঁর দাবি, বিজেপিই রাজনৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্রপতির পদকে ব্যবহার করছে। রবিবার মথুরাপুরের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক একটি ছবি বড় পর্দায় দেখান। সেই ছবিতে দেখা যায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী চেয়ারে বসে আছেন, আর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই ছবি দেখিয়ে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, রাষ্ট্রপতিকে অপমান করছে কে? বিজেপি না অন্য কেউ? অভিষেকের দাবি, এই ছবি সরকারিভাবেই প্রকাশ করেছিল প্রেস ইনফরমেশন বুরেও (পিআইবি)। তাঁর বক্তব্য, রাষ্ট্রপতির মতো সাংবিধানিক পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে হওয়া উচিত। কিন্তু বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে সেই পদকেও ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, দেশের দুর্ভাগ্য, রাষ্ট্রপতির মতো সম্মানীয় পদকেও এরা রাজনৈতিক আক্রমণের হাতিয়ার বানাচ্ছে। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, সম্প্রতি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করতে রাষ্ট্রপতির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে আন্দোলনে বসেছেন। সেই কারণে তিনি রাষ্ট্রপতিকে রিসিভ করতে যাননি বলে এখন বলা হচ্ছে যে রাজ্য সরকার নাকি অপমান করেছে। কিন্তু বাস্তবটা অন্য। এছাড়াও তিনি একাধিক জাতীয় ইস্যু তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, মণিপুরে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চললেও রাষ্ট্রপতির তরফে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া শোনা যায়নি। পাশাপাশি তিনি বলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন কিংবা নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের সময়েও রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি- এই ঘটনাগুলিও মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছে। অভিষেক আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি কাদের সঙ্গে দেখা করবেন বা কখন বৈঠক করবেন, সেই তালিকা অনেক সময় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেই নির্ধারিত হয়। উল্লেখ্য, শনিবার শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর একটি কর্মসূচি ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-র কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন। সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের ঘাঁটি পাথরপ্রতিমায় বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’, কলেজ মাঠে শক্তি প্রদর্শন

গোপাল শীল, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা বিধানসভা দীর্ঘদিন ধরেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

সেই এলাকাতেই এবার রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে ‘পরিবর্তন যাত্রা’ কর্মসূচি নিয়ে হাজির হল বিজেপি। রবিবার পাথরপ্রতিমা কলেজ মাঠে এই কর্মসূচিকে ঘিরে বড়সড় জনসভা ও শক্তি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী সবরী মুখার্জি এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় যোগ দিতে জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু বিজেপি কর্মী ও সমর্থক কলেজ মাঠে পৌঁছন। তাঁদের উপস্থিতিতে মাঠে বেশ উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপি নেতারা। নেত্রী সবরী মুখার্জি গান গেয়ে তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরে কর্মীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। সভা ঘিরে কলেজ মাঠে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, পাথরপ্রতিমা বিধানসভা একসময় টানা ৩৪ বছর বামফ্রন্টের দখলে ছিল। পরে স্বল্প সময়ের জন্য কংগ্রেসের হাতে গেলেও তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর থেকে এই আসনে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে শাসকদল। বর্তমানে এই আসনের বিধায়ক সমীর কুমার জানা। এই বিধানসভার মোট ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৪টিই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। মাত্র একটি পঞ্চায়েত কংগ্রেস ও সিপিআইএম জোটের হাতে। ফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকা বিরোধীদের জন্য কার্যত কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে ছিল। তবে সেই পরিস্থিতি বদলাতেই বিজেপি এবার পাথরপ্রতিমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ‘পরিবর্তন যাত্রা’র মাধ্যমে সংগঠনকে মজবুত করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে বিজেপির এই সক্রিয়তা আগামী নির্বাচনের আগে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা বাইক আরোহীর

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার খড়িবেরিয়া এলাকায় জাতীয় সড়কে ঘটে গেল এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি বাইক বাসের তলায় ঢুকে যায়। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান বাইক আরোহী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস। ঠিক সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইকের সঙ্গে বাসটির মুখে মুখি সংঘর্ষ হয়।

ধাক্কার তীব্রতায় বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে যান। আর বাইকটি সোজা বাসের চাকার নিচে ঢুকে যায়। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে আশপাশের স্থানীয় মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারাই প্রথমে আহত বাইক আরোহীকে উদ্ধার করেন। একই সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনার কারণে জাতীয় সড়কে কিছু সময়ের জন্য যানজট তৈরি হয়।

পরে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় বাসের চাকার নিচে আটকে থাকা বাইকটি বের করা হয় এবং ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। এদিকে আহত বাইক আরোহীকে স্থানীয়রা দ্রুত আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসকদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় পথ নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রুটি মেকার দিদির হাত ধরে স্বনির্ভরতার পথ, সোদপুরের উপমার লুচি এবার বিদেশে

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের বাসিন্দা উপমা মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করে দিয়েছেন- ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রম থাকলে যে কোনও স্বপ্নই বাস্তবে রূপ নিতে পারে। ‘বাঙালি ব্যবসা করতে পারে না’- এই প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন সফল উদ্যোগ ‘উপমা কিচেন অ্যান্ড ক্যাটারার’।

আজ এই সংস্থা শুধু একটি ব্যবসা নয়, বরং কয়েকশো মহিলার স্বনির্ভর হওয়ার এক শক্ত ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

২০১৯ সালে মাত্র দুটি হোম ডেলিভারির মাধ্যমে তাঁর ব্যবসার শুরু। প্রথম দিকে নিজেই হাতে রুটি বেলে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতেন। দিনে প্রায় ২০০ রুটি তৈরি করতেন তিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে চাহিদা এতটাই বাড়তে থাকে যে হাতে তৈরি করে আর সেই অর্ডার সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না। তখনই তাঁর মাথায় আসে রুটি তৈরির মেশিন ব্যবহারের পরিকল্পনা। ২০২৩ সালে ভিন রাজ্য থেকে রুটি মেকার মেশিন এনে কাজ শুরু করেন উপমা।

বর্তমানে তাঁর উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৩০টিরও বেশি রুটি তৈরির মেশিন বা ফ্র্যাঞ্চাইজি চালু হয়েছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ত্রিপুরা ও অসমেও তাঁর ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘণ্টায় ৬০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত রুটি বা লুচি তৈরির ক্ষমতা রয়েছে এই মেশিনগুলোর। সোদপুরের প্রধান কারখানায় বর্তমানে প্রায় ২০ জন মহিলা কাজ করেন।

এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বহু মহিলা তাঁর দেখানো পথে ফ্রোজেন রুটি, লুচি ও কচুরি তৈরি করে নিজেদের সংসারে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছেন। কর্মরত মহিলাদের জন্য তিনি ঘরোয়া পরিবেশ, ন্যূনতম ছয় হাজার টাকা বেতন এবং অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য ওভারটাইমের ব্যবস্থাও রেখেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও বেশ বড় উপমার। বাঙালির প্রিয় লুচিকে ফ্রোজেন প্যাকেটের মাধ্যমে বিদেশে থাকা প্রবাসী বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর এই উদ্যোগ বহু মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন উপমার বার্তা, নিজের পরিচয় নিজেকেই তৈরি করতে হবে। তাঁর মতে, ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’-এই ভাবনাকে সামনে রেখে বাঙালিদের আবার ব্যবসার দিকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আজ তাঁর এই উদ্যোগের উপর সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০০ মানুষের জীবিকা নির্ভর করছে।

গয়না বুকিংয়ের নামে প্রতারণা ! সেলস ম্যানেজারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ, গ্রাহকের লক্ষাধিক টাকা উধাও

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বরাহনগরে এক স্বর্ণ বিপণিকে ঘিরে প্রতারণার অভিযোগ সামনে এসেছে। গয়না বুকিংয়ের নামে এক গ্রাহকের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ওই বিপণিরই এক সেলস ম্যানেজারের বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যেই ঘটনাটি নিয়ে বরাহনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ প্রতিষ্ঠান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাহনগরের বাসিন্দা মৌমিতা দত্ত সোনার গয়না কেনার উদ্দেশ্যে টবিন রোডের একটি নামী স্বর্ণ বিপণিতে যান। সেখানে কর্মরত এক সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। অভিযোগ, ওই সেলস ম্যানেজারের পরামর্শেই গয়না বুকিংয়ের জন্য কয়েক দফায় তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬২৭ টাকা জমা করেন মৌমিতা। কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার পরেও নির্ধারিত সময়ে গয়না না পেয়ে সন্দেহ তৈরি হয় তাঁর মনে। এরপর তিনি সরাসরি স্বর্ণ বিপণির সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

তখনই পুরো বিষয়টি সামনে আসে। সংস্থার তরফে অভ্যন্তরীণ তদন্তে জানা যায়, গ্রাহকের জমা দেওয়া টাকা প্রতিষ্ঠানের কোনও অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। এমনকি মৌমিতাকে দেওয়া ইনভয়েস ও রসিদও ভুয়ো বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই ওই স্বর্ণ বিপণির কর্তৃপক্ষ বরাহনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্ত সেলস ম্যানেজারের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুরো ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ভোটার তালিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা, বাদুড়িয়ায় গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিবারের দাবি, নতুন ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন ওই মহিলা। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতার নাম রিনা রাণী কুন্ডু (৫০)। বাড়ি বাদুড়িয়া থানার পশ্চিম চণ্ডিপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি নতুন ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় রিনা রাণী কুন্ডুর নাম বিচারাধীন হিসেবে রয়েছে। পাশাপাশি তাঁর দুই ছেলে শুভজিৎ কুন্ডু ও সৌমেন কুন্ডুর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে জানা যায়। এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই উদ্বিগ্ন ছিলেন রিনা রাণী কুন্ডু। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ভোটার তালিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার কারণে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। সোমবার সকালে বাড়িতে অন্য কেউ না থাকার সময় তিনি অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছেন বলে প্রথমে সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। পরে দরজা বন্ধ অবস্থায় দেখে ডাকাডাকি করা হলেও সাড়া না মেলায় বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানানো হয়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।পরিবারের দাবি, ভোটার তালিকা নিয়ে দীর্ঘদিনের মানসিক চাপই এই ঘটনার কারণ হতে পারে।

১ থেকে ৮ মার্চ ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না ।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে ।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না ।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

ফ্রিজে খাবার রাখার সময় এই ভুলগুলি করবেন না

নয়া জামানা ঃ ফ্রিজ আমাদের খাবার দীর্ঘদিন ভালো রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কিন্তু অনেক সময় কিছু সাধারণ ভুলের কারণে খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় বা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। তাই ফ্রিজে খাবার রাখার সময় কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

১. গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে রাখা
অনেকে রান্না করা গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে রেখে দেন। এতে ফ্রিজের ভেতরের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় এবং অন্য খাবারও নষ্ট হতে পারে। তাই খাবার একটু ঠান্ডা হলে তারপর ফ্রিজে রাখা উচিত।

২. খাবার ঢেকে না রাখা
খাবার খোলা অবস্থায় ফ্রিজে রাখলে তার গন্ধ অন্য খাবারে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের সম্ভাবনাও বাড়ে। তাই সব খাবার ঢাকনা দেওয়া পাত্র বা এয়ারটাইট কন্টেইনারে রাখা উচিত।

৩. ফ্রিজ বেশি ভর্তি করে ফেলা
অনেকেই ফ্রিজে খুব বেশি খাবার ঠাসাঠাসি করে রাখেন। এতে ঠান্ডা বাতাস ঠিকমতো চলাচল করতে পারে না এবং খাবার দ্রুত নষ্ট হতে পারে।

৪. কাঁচা ও রান্না করা খাবার একসঙ্গে রাখা
কাঁচা মাছ, মাংস বা ডিমের সঙ্গে রান্না করা খাবার রাখলে ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এগুলো আলাদা তাকে বা আলাদা পাত্রে রাখা ভালো।

৫. দীর্ঘদিন ধরে খাবার রেখে দেওয়া
ফ্রিজে রাখলেই খাবার চিরদিন ভালো থাকে না। রান্না করা খাবার সাধারণত ২,৩ দিনের মধ্যে খেয়ে ফেলা উচিত। বেশি দিন রাখলে তা নষ্ট হতে পারে।

৬. নিয়মিত ফ্রিজ পরিষ্কার না করা
ফ্রিজে অনেক সময় পুরোনো খাবার পড়ে থাকে বা তরল কিছু পড়ে যায়। নিয়মিত পরিষ্কার না করলে জীবাণু জন্মাতে পারে এবং দুর্গন্ধ হয়।

৭. ভুল জায়গায় খাবার রাখা
ফ্রিজের দরজায় তাপমাত্রা বেশি ওঠানামা করে। তাই দুধ বা দ্রুত নষ্ট হওয়া খাবার দরজায় না রেখে ভেতরের তাকেই রাখা ভালো।

ফ্রিজে খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে খাবার দীর্ঘদিন ভালো থাকে এবং স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত থাকে। তাই সামান্য সচেতন থাকলেই এই ভুলগুলো সহজেই এড়ানো যায়।

কাশ্মীরি আলুর দম এইভাবে বানায়, লুচি-পোলাও এর সাথে একদম জমে যাবে !

নয়া জামানা ঃ রবিবারের সকালের জলখাবারে লুচি আলুর দম মাস্ট। আজ আমরা এই প্রতিবেদনে কাশ্মীরি আলুর দম বানানোর পদ্ধতি জানবো যা স্বাদে ও গন্ধে হবে অতুলনীয়। কাশ্মীরি আলুর দম কাশ্মীরের একটি জনপ্রিয় নিরামিষ পদ। এতে ছোট আলু দই ও সুগন্ধি মসলার সাথে ধীরে ধীরে রান্না করা হয়, ফলে এর স্বাদ হয় গাঢ় ও ঝাল-মশলাদার। নিচে সহজ রেসিপিটি দেওয়া হলো।

উপকরণ লাগবে-ছোট আলু , ৫০০ গ্রাম,টক দই , ১ কাপ
কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো , ১ভ্ত চা চামচ,আদা বাটা , ১ চা চামচ,মৌরি গুঁড়ো , ১ চা চামচ,জিরে , ভ্ত চা চামচ
হিং , এক চিমটি,তেজপাতা , ১টি,গরম মসলা, সর্ষের তেল , ৪ টেবিল চামচ,নুন ও চিনি , স্বাদমতো এবং প্রয়োজনমতো জল ।প্রথমে আলুগুলো ভালো করে ধুয়ে খোসাসহ সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হলে খোসা ছাড়িয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে আলুতে কয়েকটি ছিদ্র করে নিন।
কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে আলুগুলো হালকা লাল করে ভেজে তুলে রাখুন।
একই তেলে জিরে, তেজপাতা ও এক চিমটি হিং ফোড়ন দিন ।এবার আঁচ কমিয়ে ফেটানো দই ঢেলে দ্রুত নাড়তে থাকুন যাতে দই না কাটে।
এরপর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, আদা বাটা, মৌরি গুঁড়ো, নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে ভালোভাবে মেশান ।ভাজা আলু দিয়ে সামান্য জল দিন এবং ঢেকে অল্প আঁচে ১০,১২ মিনিট দমে রান্না করুন ।শেষে গরম মসলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। তরকারির ঝোল মাখো মাখো করতে চাইলে এবং স্বাদ আরও বাড়াতে চাইলে যোগ করুন চারমগজ ও পোস্ত বাটা ।গরম গরম কাশ্মীরি আলুর দম লুচি, পরোটা বা পোলাওয়ের সঙ্গে দারুণ লাগে।

নজরে INSTA

অনন্যা

রাকুল

শ্রদ্ধা কাপুর

বেদিকা সোনী

কাজল

মা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত ও পূজা

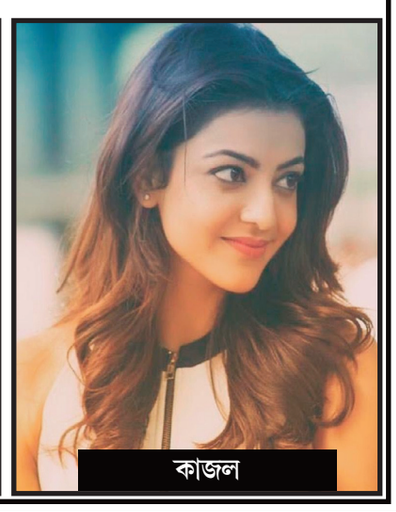

নয়া জামানা ঃ মঙ্গলা চণ্ডী হলেন হিন্দু ধর্মে দেবী দুর্গার এক শুভ ও মঙ্গলদায়িনী রূপ। বাংলার লোকবিশ্বাস ও পুরাণে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় এক দেবী। 'মঙ্গলা' শব্দের অর্থ মঙ্গল বা কল্যাণ, আর 'চণ্ডী' হলেন শক্তির প্রতীক দেবী। তাই মঙ্গলা চণ্ডীকে মনে করা হয় এমন এক দেবী যিনি ভক্তদের জীবনে সুখ , শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে দেন এবং অশুভ শক্তি দূর করেন। এই পুজোর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডীর স্মরণে করা হয়, যিনি মঙ্গলচণ্ডিকা নামেও পরিচিত ।মঙ্গলা চণ্ডীর পরিচয় বাংলার গ্রামীণ সমাজে মঙ্গলা চণ্ডীর পূজা বহুদিন ধরে প্রচলিত। বিশেষ করে নারীরা সংসারের মঙ্গল, পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানের মঙ্গল এবং রোগ-শোক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর পূজা করেন। বাংলা মঙ্গলকাব্য-এও দেবী মঙ্গলা চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে তাঁকে এমন এক শক্তিশালী দেবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি মানুষের দুঃখ দূর করে জীবনকে মঙ্গলময় করেন ।মঙ্গলা চণ্ডীর পূজা সাধারণত মঙ্গলবার করা হয়। এর পেছনে কয়েকটি ধর্মীয় ও জ্যোতিষীয় বিশ্বাস রয়েছে;
মঙ্গলবার মঙ্গল গ্রহের দিন
হিন্দু জ্যোতিষ মতে মঙ্গলবারের অধিপতি হল মঙ্গল গ্রহ। 'মঙ্গল' শব্দটি নিজেই শুভ ও কল্যাণের প্রতীক। তাই এই দিনে মঙ্গলদায়িনী দেবী মঙ্গলা চণ্ডীর পূজা করলে জীবনে শুভ ফল আসে বলে বিশ্বাস করা হয় ।শক্তির দেবীর দিন
মঙ্গলবারকে শক্তির দিন বলা হয়। দেবী দুর্গা ও তাঁর বিভিন্ন রূপের পূজা এই দিনে করলে বিশেষ ফল লাভ হয়। মঙ্গলা চণ্ডী যেহেতু শক্তিরই এক রূপ, তাই মঙ্গলবার তাঁর আরাধনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।ব্রত ও মানতের প্রচলন বাংলার অনেক অঞ্চলে নারীরা মঙ্গলবার মঙ্গলা চণ্ডীর ব্রত পালন করেন। তাঁরা উপবাস করেন, আলপনা দেন, দেবীর গল্প বা 'ব্রতকথা' শোনেন এবং ফল-মিষ্টি নিবেদন করেন ।ভক্তদের বিশ্বাস অনুযায়ী মঙ্গলা চণ্ডীর পূজা করলে;

সংসারে শান্তি ও সুখ আসে, অর্থনৈতিক উন্নতি হয়,রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়,সন্তানের মঙ্গল ও পরিবারের কল্যাণ ঘটে
সারসংক্ষেপে বলা যায়, মঙ্গলা চণ্ডী হলেন শুভ ও কল্যাণের দেবী, যিনি ভক্তদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনেন। তাই বাংলার বহু পরিবারে প্রতি মঙ্গলবার তাঁর ভক্তিভরে পূজা করার প্রথা আজও চলে আসছে।

কিভাবে আত্মবিশ্বাসী হবেন ?

নয়া জামানা ঃ আত্মবিশ্বাস জন্মগত নয়, এটি মূলত অভ্যাস এবং সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়। যদিও কিছু জেনেটিক এবং প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতা এতে প্রভাব ফেলতে পারে, তবে এটি একটি অর্জনযোগ্য দক্ষতা যা চর্চার মাধ্যমে বাড়ানো যায় ।জীবনে সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাস থাকলে মানুষ নিজের ক্ষমতার উপর ভরসা রাখতে পারে এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সাহস পায়। অনেক সময় ব্যর্থতা, সমালোচনা বা ভয়ের কারণে মানুষের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। তবে কিছু সহজ অভ্যাস মেনে চললে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো সম্ভব।
প্রথমত, নিজেকে ইতিবাচকভাবে ভাবতে শিখতে হবে। সব সময় তআমি পারব নাদ বা তআমার দ্বারা হবে নাদ এই ধরনের চিন্তা করলে আত্মবিশ্বাস আরও কমে যায়। তার বদলে নিজের ভালো দিকগুলো মনে করুন এবং নিজেকে বলুন যে আপনি চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবেন।
দ্বিতীয়ত, নিজের লক্ষ্য ঠিক করা খুব জরুরি। বড় লক্ষ্য একসাথে অর্জন করতে গেলে অনেক সময় হতাশা আসে। তাই ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করুন এবং সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করুন। প্রতিটি ছোট সাফল্য আপনাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।
তৃতীয়ত, নতুন কিছু শেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নতুন দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জন করলে নিজের উপর বিশ্বাস বাড়ে। যেমন;নতুন ভাষা শেখা, বই পড়া বা কোনো সৃজনশীল কাজ করা আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে ।চতুর্থত, নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং স্বাস্থ্যকর খাবার মানসিক শক্তি বাড়ায়। যখন শরীর সুস্থ থাকে, তখন মনও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়।
পঞ্চমত, অন্যের সাথে তুলনা করা বন্ধ করুন। প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতা ও পথ আলাদা। সব সময় অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করলে নিজের মূল্য কম মনে হয়। তাই নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিন ।সবশেষে, ভুলকে ভয় না পেয়ে তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। জীবনে ভুল হবেই, কিন্তু সেই ভুল থেকেই অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। মনে রাখতে হবে আত্মবিশ্বাস একদিনে তৈরি হয় না। ধীরে ধীরে ইতিবাচক চিন্তা, নিয়মিত চেষ্টা এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাসী মানুষই জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে দৃঢ় মনোবল নিয়ে। গত ৫০ বছর ধরে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আত্মসম্মান আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে শিক্ষক উভয়ই এই বিষয়টির উপর দ্বিগুণ জোর দিয়েছেন যে শিশুদের আত্মবিশ্বাস উন্নত করলে তারা কর্মক্ষেত্রেও উন্নতি লাভ করবে। যদিও বেশিরভাগ মানুষ আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মানকে একই শব্দের দুটি দিক মনে করেন। এবং খুব কমই আত্ম-কার্যকারিতা শব্দটিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। এই তিনটি শব্দের অর্থ মনোবিজ্ঞানীদের কাছে ভিন্ন। সাইকোলজি ডিকশনারি অনলাইন আত্মবিশ্বাস বলতে বোঝায় কোন এক ব্যক্তির দক্ষতা ক্ষমতা ও বিচার বিবেচনার উপর আস্থা রাখা কে। আত্মবিশ্বাস আত্ম-কার্যকারিতার অনুরূপ কেননা, এটি ব্যক্তির ভবিষ্যতের কর্মদক্ষতার উপর মনোনিবেশ করে। আত্মসম্মান হল নিজস্ব সাফল্য, সুখ এবং সাফল্য অর্জনের যোগ্য বিশ্বাস। সংজ্ঞা গুলি এক হলেও এগুলি একাধিক মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে চীনের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসনের সমালোচনা করেছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই।ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চেষ্টার বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে অবিলম্বে শত্রুতা বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।রোববার (৮ মার্চ) বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওয়াং ই বলেন, সামরিক শক্তি ব্যবহার করে বর্তমান সংকটের 'কখনোই সমাধান হবে না'। সংঘাতের বদলে কূটনৈতিক পন্থায় সংকট উত্তরণের ওপর জোর দেন।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব আবারও 'জোর যার মুল্লুক তার'; এমন শাসনে ফিরে যেতে পারে না।ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বক্তব্য বিষয়ে ওয়াং ই বলেন, 'রঙিন বিপ্লব বা ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রতি সেখানকার জনগণের কোনো সমর্থন নেই। মূলত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই দীর্ঘস্থায়ী শান্তি সম্ভব।' চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ইরানসহ সব দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে যাতে সংঘাত আরও না বাড়ে এবং অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে না পড়ে।তিনি বলেন, 'এটি এমন একটি যুদ্ধ যা কখনও হওয়া উচিত ছিল না এবং এই যুদ্ধ কারও কোনো উপকার করছে না। শক্তি কোনো সমাধান দেয় না; সশস্ত্র সংঘাত কেবল ঘৃণা বাড়ায় এবং নতুন সংকট তৈরি করে।ওয়াং আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের জনগণই এই অঞ্চলের প্রকৃত মালিক, তাই এই অঞ্চলের বিষয়গুলো স্থানীয় দেশগুলোকেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া উচিত, বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া।এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স কাউন্সিলের এক গোপন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্র যদি বড় ধরনের সামরিক হামলাও চালায়, তবুও ইরানের সামরিক ও ধর্মীয় ক্ষমতার কাঠামো সহজে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা কম।কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দিয়ে ওয়াং ই বলেন, সব পক্ষের দ্রুত আলোচনার টেবিলে ফিরে আসা উচিত, সংলাপের মাধ্যমে মতপার্থক্য সমাধান করা এবং যৌথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা প্রয়োজন।তিনি যোগ করেন, চীন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, যাতে মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, মানুষের শান্তি নিশ্চিত করা এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। এর আগে গত বুধবার (৪ মার্চ) ওয়াং ই বলেন, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যস্থতার জন্য একজন বিশেষ দূত পাঠাবে চীন।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসনের সমালোচনা করেছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চেষ্টার বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে অবিলম্বে শত্রুতা বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।রোববার (৮ মার্চ) বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওয়াং ই বলেন, সামরিক শক্তি ব্যবহার করে বর্তমান সংকটের 'কখনোই সমাধান হবে না'। সংঘাতের বদলে কূটনৈতিক পন্থায় সংকট উত্তরণের ওপর জোর দেন।

আলোচনা ও কূটনীতিই শান্তির একমাত্র রাস্তা

পশ্চিম এশিয়া নিয়ে সংসদে বার্তা জয়শঙ্করের

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। ইরান বনাম ইজরায়েল-আমেরিকা সংঘাতে টালমাটাল বিশ্বরাজনীতি। এই চরম অস্থিরতার আবহে দাঁড়িয়ে শান্তির বার্তা দিল ভারত। সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আলোচনা ও কূটনীতিই শান্তির একমাত্র রাস্তা'। পেশি প্রদর্শন নয়, বরং সংলাপের মাধ্যমেই যে পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব, সেই অবস্থানই ফের স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি। যুদ্ধের আবহে ভারতের রণকৌশল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সুরক্ষা নিয়ে সোমবার রাজ্যসভা ও লোকসভায় দীর্ঘ বিবৃতি দেন বিদেশমন্ত্রী। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকে পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। তেহরানের পাল্টা জবাবে থরথর করে কাঁপছে পশ্চিম এশিয়া। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে জয়শঙ্কর বলেন, 'আলোচনা ও কূটনীতি দুই তরফের উত্তেজনা হ্রাসের একমাত্র পথ। আমাদের সরকার গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিবৃতি জারি করে এই যুদ্ধ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি উত্তেজনা কমাতে সকলেরই সংলাপ ও কূটনৈতিক পথ অনুসরণ করা উচিত।' বিদেশমন্ত্রী জানান, মধ্যপ্রাচ্যের এই আগ্নেয়গিরির ওপর কড়া নজর রাখছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যুদ্ধের গ্রাসে আটকে পড়া হাজার হাজার ভারতীয়র নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই

এখন সাউথ ব্লকের পয়লা নম্বর লক্ষ্য। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে সেখানে পড়তে যাওয়া ভারতীয় পড়ুয়াদের ওপর। ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিএস) বৈঠকেও ভারতীয়দের সুরক্ষা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে বলে জানান জয়শঙ্কর। পশ্চিম এশিয়ার এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের একটি মানবিক এবং কৌশলগত পদক্ষেপের কথা প্রকাশ্যে আনেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, ১ মার্চ তিনটি ইরানি জাহাজকে ভারতীয় বন্দরে আশ্রয়ের অনুমতি দিয়েছে

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। ইরান বনাম ইজরায়েল-আমেরিকা সংঘাতে টালমাটাল বিশ্বরাজনীতি। এই চরম অস্থিরতার আবহে দাঁড়িয়ে শান্তির বার্তা দিল ভারত। সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আলোচনা ও কূটনীতিই শান্তির একমাত্র রাস্তা'। পেশি প্রদর্শন নয়, বরং সংলাপের মাধ্যমেই যে পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব, সেই অবস্থানই ফের স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি। যুদ্ধের আবহে ভারতের রণকৌশল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সুরক্ষা নিয়ে সোমবার রাজ্যসভা ও লোকসভায় দীর্ঘ বিবৃতি দেন বিদেশমন্ত্রী।

নয়াদিল্লি। এর মধ্যে 'আইআরআইএস লাভান' নামের একটি ইরানি নৌবাহিনীর জাহাজ কেরলের কোচি বন্দরে নোঙর করেছে। ভারতের এই সিদ্ধান্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। জয়শঙ্কর বলেন, তেহরানের নৌবাহিনীর জাহাজ 'আইআরআইএস লাভান'-কে কোচি বন্দরে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সে দেশের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তবে খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর সে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যে রীতিমতো কঠিন কাজ, তাও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। যুদ্ধের ছায়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের বাজারে আগুন লাগার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভারতের অর্থনীতির ওপর যাতে এর আঁচ না পড়ে, সে দিকেও সতর্ক সরকার। আমেরিকা রাশিয়ার তেলের ওপর ভারতের জন্য ৩০ দিনের বিশেষ ছাড় ঘোষণা করলেও, ভারত কোনো চাপের মুখে নতিস্বীকার করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে মোদী সরকারের অবস্থান অনড়। জয়শঙ্করের কথায়, 'ভারতীয়দের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের জাতীয় স্বার্থ সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ।' খরচ, ঝুঁকি এবং জোগানের ভারসাম্য বজায় রেখেই ভারত পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। তিনি আরও যোগ করেন, 'জ্বালানি-নিরাপত্তা নিয়ে সরকার দায়বদ্ধ রয়েছে। খরচ, ঝুঁকি, জোগান কেমন রয়েছে, সেই বিষয়গুলি মাথায় রাখা হচ্ছে।'

সংসদে জয়শঙ্করের এই বিবৃতি ঘিরে অবশ্য রাজনৈতিক পারদও চড়েছে। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি এই স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার দাবি জানায়। বিরোধীদের হইহট্টগোল ও ওয়াকআউটের জেরে লোকসভার অধিবেশন দুপুর ৩টে পর্যন্ত মুলতুবি করে দিতে হয়। তবে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ভারত এটাই বুঝিয়ে দিল যে, যুদ্ধ নয়, বুদ্ধের দেশ সর্বদা শান্তির পক্ষেই দাঁড়াবে। এখন দেখার, ভারতের এই শান্তিবার্তা মধ্যপ্রাচ্যের বারুদের স্তূপে কতটা জল ঢালতে পারে। ফাইল ফটো ।

বড় যুদ্ধেও টলানো যাবে না ইরানের মসনদ, বলেছিলেন খোদ মার্কিন গোয়েন্দারাই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরনের আক্রমণ করলেও দেশটির শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করা হয়তো সম্ভব হবে না;যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স কাউন্সিলের (এনআইসি) একটি গোপন প্রতিবেদনে সতর্ক করে এ কথা বলা হয়েছিল।যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা; বিশেষ করে যখন ট্রাম্প প্রশাসন ইরানে একটি দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযান চালানোর ধুয়া তুলেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, 'যুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে।'গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত;এমন তিনটি সূত্র ওয়াশিংটন পোস্টকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বর্তমান নেতৃত্বকে 'পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে' দেশটিতে নিজের পছন্দমতো শাসক বসানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্প তাঁর এ পরিকল্পনায় সফল হতে পারবেন কি না, এই গোয়েন্দা প্রতিবেদন তা নিয়ে সংশয় তৈরি করেছে।গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা চালানোর প্রায় এক সপ্তাহ আগে এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।প্রতিবেদনটি সম্পর্কে জানা আছে;এমন কয়েকজন বলেন, ক্ষমতার সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে ওই প্রতিবেদনে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। ইরানের নেতাদের বিরুদ্ধে সীমিত আকারের অভিযান অথবা দেশটির নেতৃত্ব ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিস্তৃত হামলা;উভয় ক্ষেত্রেই একই পরিণতির কথা বলা হয়েছে। সেটা হলো সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যা করা হলে ইরানের ধর্মীয় ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আগে

থেকে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে।প্রতিবেদন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকজন আরও বলেছেন, ইরানের বিভক্ত বিরোধী দলগুলোর পক্ষে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারার 'সম্ভাবনা কম'।যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিল বা এনআইসি অভিজ্ঞ বিশ্লেষকদের নিয়ে গঠিত। ওয়াশিংটনের ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থা থেকে পাওয়া সব তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা গোপন প্রতিবেদন তৈরি করে। ইরানে সামরিক অভিযান শুরু করার অনুমতি দেওয়ার আগে এনআইসির এই প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অবহিত করা হয়েছিল কি না, হোয়াইট হাউস সে বিষয়ে কিছু বলেনি।

ইরানের ওপর সামরিক অভিযান শুরু করার পর দ্রুতই সংঘাত পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে ভারত মহাসাগরে সাবমেরিন,যুদ্ধও রয়েছে। আর পশ্চিম দিকে ক্ষেপণাস্ত্রযুদ্ধ ন্যাটো সদস্যদেশ তুরস্কের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।ইরানের বিরোধী পক্ষের ক্ষমতা দখল করতে পারার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সন্দেহ নিয়ে এর আগে নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ইরানবিষয়ক গবেষক ও ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্যুজান মালোনি বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এনআইসি ইরানের প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকার বিষয়ে এ পূর্বাভাস দিয়েছে।তবে যত দূর মনে হয়, অন্যান্য সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়নি;

যেমন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে স্থলসেনা পাঠানো বা দেশটির কুর্দি জনগোষ্ঠীকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উসকে দেওয়া।এটিও নির্ধারণ করা যায়নি যে গোপন প্রতিবেদনে যে বড় আকারের অভিযান নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটি আর বর্তমানের অভিযান এক কি না।তবে প্রতিবেদনে ইরানে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তা এখন বাস্তবে ঘটছে; যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আকাশ ও সমুদ্র থেকে ইরানের ওপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে।

কেরলে 'সিজেপি' তত্ত্বে বাম, বিজেপিকে বিঁধলেন রাহুল

জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' থাকলেও কেরলের মাটিতে সিপিএম এবং বিজেপিকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে দেগে দিলেন রাহুল গান্ধী। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতার বিস্ফোরক দাবি, কেরলে আসলে বাম বা রাম আলাদা কিছু নেই, ওরা মিলেমিশে 'সিজেপি' হয়ে গিয়েছে। মোদী এবং পিনারাই বিজয়ন তলে তলে জোট বেঁধে চলছেন বলে তোপ দেগেছেন তিনি। রাহুলের এই আক্রমণকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাহুল সাফ জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক একইভাবে নরেন্দ্র মোদী নিয়ন্ত্রণ করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে। তাঁর অভিযোগ, দুজনে মিলে কেরলে কার্যত ছায়া সরকার চালাচ্ছেন। দুর্নীতির ইস্যুতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, 'গোটা দেশে বিরোধীদের উপর ইডি-সিবিআই আক্রমণ করছে। আমার নিজের উপর ৩৬টা মামলা। ৫৫ ঘণ্টা ডেকে জেরা করেছে।

অথচ এখানকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় এজেন্সগুলি করছে না।' পিনারাই বিজয়নের মেয়ে বীণার বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে রাহুল বলেন, এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র হাত গুটিয়ে বসে আছে। রাহুলের ব্যাখ্যায়, 'এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনওরকম পদক্ষেপ করছে না কেন্দ্র। ওরা সিপিএম-বিজেপি নয়। ওরা আসলে সিজেপি।' উল্লেখ্য, রাহুলের এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা শুরু হতেই আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

যুদ্ধের রাশ নেতানিয়াহুর হাতেও, চরম হুঁশিয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

পশ্চিম এশিয়ায় বারুদের গন্ধ আরও তীব্র হচ্ছে। আমেরিকা এবং ইরানের সংঘাত দশম দিনে পা রাখল। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কত দিন চলবে? গোটা বিশ্ব যখন এই প্রশ্নে উদ্বিগ্ন, তখনই নতুন জল্পনা উসকে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ থামানোর চাবিকাঠি একা তাঁর হাতে নেই। এই বিষয়ে বন্ধুদেশ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ, পশ্চিম এশিয়ার রণক্ষেত্রে কবে শান্তি ফিরবে, তা এখন অনেকটাই নির্ভর করছে ট্রাম্প-নেতানিয়াহু জুটির রসায়নের ওপর। 'টাইম্‌স অফ ইজরায়েল'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্টের গলায় শোনা গিয়েছে রণংদেহি মেজাজ। যুদ্ধবিরতি বা সামরিক অভিযান বন্ধের প্রশ্নে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সিদ্ধান্ত কি তিনি একাই নেবেন? ট্রাম্পের জবাব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, এটি কিছুটা হলেও যৌথ সিদ্ধান্ত হবে। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। আমি সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেব। তবে সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ট্রাম্পের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপে ইজরায়েলকে পূর্ণ মর্যাদা দিচ্ছে ওয়াশিংটন। ট্রাম্পের দাবি, তিনি এবং নেতানিয়াহু ঢাল হয়ে না দাঁড়ালে ইজরায়েলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। ইরানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের যৌথ লড়াইকে কৃতিত্ব দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'ইজরায়েল এবং তার আশপাশের সব কিছু ধ্বংস করতে যাচ্ছিল ইরান। আমরা (ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু) একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা এমন একটি দেশকে ধ্বংস করছি যারা ইজরায়েলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই বয়ান ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ অভিযানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইরান। সেই ভয়াবহ হামলাতেই প্রাণ হারান ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। তারপর থেকেই পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরান পালটা আঘাত হানে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার বন্ধুদেশগুলির ওপর। ভারত-সহ বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্র এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ডাক দিলেও ট্রাম্পের সুর এখনও নরম হয়নি। ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঠিক কত দিন স্থায়ী হবে? ট্রাম্প এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই অভিযান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। 'ডেইলি মেইল'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চার বা পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে আরও দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের এই আবহের মধ্যেই সোমবার ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় বদল এসেছে। প্রয়াত খামেনেইয়ের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর পুত্র মোজতবা

খামেনেইকে দেশের নতুন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছে ইরান। কিন্তু মোজতবার দায়িত্ব গ্রহণকেও ভালো চোখে দেখছে না হোয়াইট হাউস। তেহরানের নতুন নেতৃত্বকে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। 'এবিসি নিউজ'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'হোয়াইট হাউস না-চাইলে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা বেশি দিন টিকতে পারবেন না।' ট্রাম্পের এই চরম হুঁশিয়ারি এবং নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 17

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ঘোষণা করল আইসিসি

ভারত থেকে কে কে সুযোগ পেলেন ?

চ্যাম্পিয়নের মতো খেলে ফের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটা ম্যাচ হারলেও প্রশ্নাতীতভাবে টুর্নামেন্টের সেরা দল হিসাবে উঠে এসেছে ভারত। ঠিক সময়মতো জ্বলে উঠেছেন সূর্যকুমার যাদবরা। যার সুবাদে চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া। তবে আইসিসির টুর্নামেন্টের সেরা দলে জায়গা পেলেন মাত্র ৪ ভারতীয়। বাকি অনেককেই বঞ্চিত হতে হল। বিশ্বকাপ শেষের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই টুর্নামেন্টের সেরা দল বেছে নিল আইসিসি। সেই দলে ভারত থেকে চারজন সুযোগ পেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ড থেকে দু'জন করে সুযোগ পেয়েছেন। একজন করে সুযোগ পেয়েছেন পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং জিম্বাবোয়ের একজন করে ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন আমেরিকার শ্যাডলি ভ্যান শ্যালউইক। বিশ্বকাপের সেরা দুই ওপেনার হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান এবং সঞ্জু স্যামসন। ফারহান টুর্নামেন্টে জোড়া সেঞ্চুরি করেছেন, ৩৮৩ রান করে তিনিই সর্বোচ্চ স্কোরার। সঞ্জু স্যামসন দলে আসার পরই বদলে যায় ভারতীয় দলের খেলার গতি। তৃতীয় ব্যাটার হিসাবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল, দুই ম্যাচেই হাফ সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। মাত্র পাঁচ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৩২১ রান। ভারতীয় টপ অর্ডারে এবার নজর কেড়েছেন ঈশান কিষানও। টুর্নামেন্টে ৩১৭ রান করা ব্যাটারকেও সেরা একাদশে রেখেছে আইসিসি। মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসাবে সেরা দলে বাছা হয়েছে এডেন মার্করাম, হার্দিক পাণ্ডিয়া, উইল জ্যাকস এবং জেসন হোল্ডারকে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এরা প্রত্যেকেই বলটাও করে দিতে পারেন। তবে শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেলরা টুর্নামেন্টে দারুন পারফর্ম করলেও সেরা একাদশে তাদের রাখেনি আইসিসি। পেস বিভাগের নেতৃত্বে প্রত্যাশিতভাবেই রয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। তিনি যে কেন বিশ্বসেরা, সেটা এই টুর্নামেন্টে আরও একবার বুঝিয়েছেন বুমরাহ। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন লুঙ্গি এনগিডি, এবং জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানি। প্রত্যেকেই টুর্নামেন্টে নজর কেড়েছেন। একমাত্র স্পিনার হিসাবে এই দলে বাছা হয়েছে আদিল রশিদকে। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে থাকছেন আমেরিকার শ্যাডলি ভ্যান শ্যালউইক। বরুণ চক্রবর্তী, মিচেল স্যান্টনারদের কেন সুযোগ দেওয়া হল না, সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বকাপের সেরা একাদশ সাহিবজাদা ফারহান, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষান, এডেন মার্করাম (অধিনায়ক), হার্দিক পাণ্ডিয়া, উইল জ্যাকস, জেসন হোল্ডার, জশপ্রীত বুমরাহ, লুঙ্গি এনগিডি, আদিল রশিদ, ব্লেসিং মুজারাবানি, শ্যাডলি ভ্যান শ্যালউইক ।

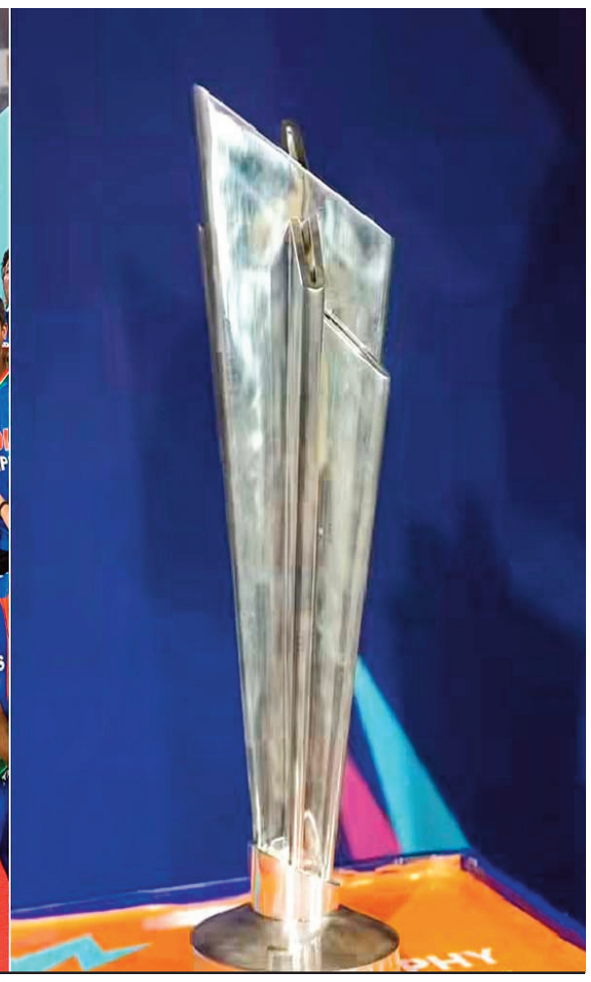

অবশেষে দেশে ফিরছে 'দুর্বল' ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্যামিদের প্রতি বৈষম্য কেন ? মুখ খুলল আইসিসি

এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ভারতে আটকে থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফরা। সূত্রের খবর, সোমবারই কলকাতা ছেড়ে নিজের দেশের উদ্দেশে রওনা দেবেন ক্যারিবিয়ান কোচ ড্যারেন স্যামি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বাকি ক্রিকেটাররা সম্ভবত মঙ্গলবার দেশে ফিরবে। যদিও সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ইরানের উপর যৌথভাবে হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। তার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ। তার জেরেই ভারতে আটকে পড়েছেন বিশ্বকাপ খেলতে আসা ক্রিকেটাররা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, দুই দলই নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলেছিল ইডেন গার্ডেন্সে। ১ মার্চ সুপার এইটের শেষ ম্যাচে হেরে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যায় ক্যারিবীয়দের। গত ৪ মার্চ সেমির যুদ্ধে কলকাতায় মুখোমুখি হয়েছিল নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচে হেরে প্রোটিয়ারা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গত শনিবার আকাশপথ আংশিকভাবে খোলার পর সবার আগে ভারত থেকে লন্ডনের বিমান পেয়েছে ইংল্যান্ড। যা নিয়ে আবার বিতর্কও হয়েছে। ইংল্যান্ডেরই প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন বলছেন, 'ইংল্যান্ড বৃহস্পতিবার ছিটকে গিয়ে শনিবার দেশে ফিরল।

কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা আগে বিদায় নিলেও এখনও কলকাতায় আটকে। ক্ষমতার অপব্যবহার এটাকেই বলে। এই পরিস্থিতিতে সব দলকেই সমান চোখে দেখা উচিৎ। কোনও দেশের বোর্ড বেশি ক্ষমতাশালী, সেটা বিচার করা ঠিক নয়।' বস্তুত তাঁর ইঙ্গিত ছিল বোর্ড শক্তিশালী হওয়ায় ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা আগে আগে বাড়ি ফেরার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু বোর্ড দুর্বল হওয়ায় বঞ্চিত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটাররা। সেই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি। এই ইস্যু নিয়ে আইসিসির এক কর্তা জানিয়েছেন, ক্রিকেটারদের দেশে ফেরানোর ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যখন যেমন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তখন তেমন ক্রিকেটারদের দেশে পাঠানো হচ্ছে। সুবিধাজনক অবস্থান থাকার জন্যই ইংল্যান্ড আগে বাড়ি ফেরার সুযোগ পেয়েছে। তবে এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটাররাও বাড়ি ফিরতে চলেছেন।

আইএফএলে কামব্যাক ডায়মন্ড হারবারের

ডেম্পোকে হারিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন লুকারা

ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে (আইএফএল) অর্থাৎ পূর্বতন আই লিগের চলতি মরশুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীনীধি ডেকানের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ালো তারা। আর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রথম জয় পেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। এদিন কল্যাণী স্টেডিয়ামে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল কিভু ভিকুনার ছেলেরা। এই ম্যাচেই সম্পূর্ণ সময়ের শেষে ২-১ গোলের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন লুকা মাজসেনরা । দলের হয়ে গোল করেন অ্যান্টোনিও মোয়ানো এবং হুগো রদ্রিগেজ। অন্যদিকে ডেম্পোর হয়ে একটি মাত্র গোল করেন মার্কাস জোসেফ। এদিন প্রথম থেকেই যথেষ্ট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছিল দুই দলের ফুটবলারদের খেলায় । তবে গোলের দেখা পাচ্ছিল না কোন দল । প্রথমার্ধের শেষ দিকে অতিরিক্ত সময় মোয়ানোর গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। প্রথমার্ধের শেষে ১-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের চতুর্থ কোয়ার্টারে ধাক্কা খায় ডায়মন্ড হারবার। জোসেফের গোলে সমতা ফেরায় ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব । গোল হজম করার পর থেকেই ফের আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা শুরু করে ডায়মন্ড হারবার। অবশেষে পঞ্চম কোয়ার্টারে আসে সাফল্য । আসে কাঙ্ক্ষিত গোল । ফলে ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে যায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাদের পরবর্তী ম্যাচ আগামী ১৪ই মার্চ । প্রতিপক্ষ শিলং লাজং এফসি ।

চোট নিয়ে দুরন্ত লড়াই করে ও হার

অল ইংল্যান্ডে নজির গড়া হল না লক্ষ্য সেনের

গোটা ভারত তখন ব্যস্ত টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে । ঠিক তখন আরেক ভারতীয় তারকা ক্রীড়াবিদ ব্যস্ত ছিলেন টেমস নদীর পাড়ে । ব্যস্ত ছিলেন চোট নিয়ে ও লড়াই করে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নজির গড়তে । একপ্রকার নিঃশব্দে ইতিহাসের দোরগোড়ায় গিয়েও পরাজিত হলেন ভারতের লক্ষ্য সেন । তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে অল ইংল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল তাঁর সামনে । তাঁর সামনে ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল চিনা তাইপের লিন চুন ই । তাঁর কাছে লক্ষ্যকে হারতে হল ২১-১৫, ২২-২০ ফলে । ইতিহাস গড়ে দ্বিতীয়বার অল ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন লক্ষ্য। প্রসঙ্গত তিনি প্রথমবার ২০২২-এ উঠেছিলেন ফাইনাল । সে বার রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে । এবার ও বদলালো না পদকের রঙ । ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ লিন চুন ই ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। এর আগে চার বার সাক্ষাৎ হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে হারাতে পারেননি লক্ষ্য। এদিনও শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম গেমে একপ্রকার একপেশে ভাবে ১৫-২১ পয়েন্টে হারেন লক্ষ্য।

তবে দ্বিতীয় গেমে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি।

ভালো লড়াই করেন । দ্বিতীয় গেমের শুরুতেই তিনি ০-২ পিছিয়ে গেলেও ৩-২ করেন। একটা সময় টানা পয়েন্ট পেয়ে ১৪-১৪ করে ফেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সেট ২২-২০-তে হেরে যান লক্ষ্য।

পিঙ্ক টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ হরমনপ্রীতদের

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল মাত্র কয়েকমাস আগেই ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল। ফলে তাদের উপর আশা ছিল অনেক অনেক বেশি । তবে অস্ট্রেলিয়া সফরে তাদের কাঙ্ক্ষিত ফল আসেনি । টি-টোয়েন্টি সিরিজে অজিদেরকে হারিয়েছিল ভারত। এরপর থেকে অস্ট্রেলিয়া সফরে একের পর এক হতাশা সঙ্গী হয়েছে ভারতীয় মহিলা দলের ।

ওয়ানডে সিরিজে বাজেভাবে হেরেছিল হরমনপ্রীতরা । ৮ মার্চ ছিল ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের জন্মদিন। জন্মদিনটা স্মরণীয় হল না । বরং বিষাদে বদলে গেল। অজিদের কাছে পিঙ্ক টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণ করল ভারতের মেয়েরা। ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া । প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রান করেছিল ভারত। জেমিমা রদ্রিগেজ অর্ধশতরান করেছিলেন । এছাড়া শেফালি বর্মা ৩৫ রান এবং হরমনপ্রীত কৌর ১৯ রান করেছিলেন । আর বাকিরা সেইভাবে রান করতে ব্যর্থ হন । অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড চার উইকেট নেন। জবাবে ৩২৩ রান করে অস্ট্রেলিয়া । অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ১২৯ রান, এলিস পেরি ৭৬ রান করেন। সেখানেই কার্যত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় । পাল্লা ভারী হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার। ভারতের হয়ে সায়ালি সাতঘরে নেন ৪ টি উইকেট। ১২৫ রানের লিড পায় অজিরা । জবাবে খেলতে নেমে ১৪৯ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। প্রতীকা রাওয়াল (৬৩) ও স্নেহ রানা (৩০) ছাড়া আর সেভাবে কেউই লড়াই করতে পারেননি । জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া।

বিশ্বজয়ের আনন্দ মাটি করলেন রবি শাস্ত্রী !

রবি শাস্ত্রী । নামটা শুনলেই চোখের সামনে ২০১১ বিশ্বকাপ ভেসে আসে। কুলাসেকারাকে গ্ল্যান্ড স্টাইলে ছক্কা হাঁকানোর ধারাভাষ্যের মাইক হাতে নিয়ে বলে উঠেছিলেন, তধোনি ফিনিশেস অফ ইন স্টাইল !দ যা এপিক কমেন্ট্রির

আখ্যা পেয়েছে। সেই তিনিই 'এক কেঁড়ে দুধে এক ছিঁটে চোনা' ফেলে দিলেন। ভারতের বিশ্বজয়ের পর এমন কিছু বলে বসলেন, যা নিয়ে চরম কটাক্ষের মুখে পড়তে হল তাঁকে। ঠিক কী হয়েছে? নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে তখন কান পাতা দায়। বজ্রধ্বনির মতো গর্জে উঠেছেন সমর্থকরা। নিউজিল্যান্ডের শেষ উইকেট পড়তেই নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতের ৯৬ রানের জয়। সঙ্গে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপাও। ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার কোনও দল শিরোপা রক্ষা করল। সঙ্গে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের বিরল গৌরবও অর্জন করল টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে থাকার মতো মুহূর্ত ছিল এটি। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। তাল কাটল রবি শাস্ত্রীর ধারাভাষ্যে। বলে বসলেন, তনবম উইকেটের পতন ! ঘটনাচক্রে সেটিই ছিল ম্যাচের শেষ। নিউজিল্যান্ড দল তখন অলআউট। কিন্তু গুলিয়ে ফেললেন শাস্ত্রী। কিন্তু কেন এমন ভুল করে ফেললেন, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। যা নজর এড়ায়নি নেটিজেনদের। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ওই মুহূর্তের ভিডিও। এরপর অনেকেই রবি শাস্ত্রীকে বলেছেন, 'শিশুসুলভ ভুল করেছেন। অভিজ্ঞ ধারাভাষ্যকারের কাছ থেকে সেটা অপ্রত্যাশিত।' অনেকে আবার বলেছেন, 'ইয়ন বিশপ বা ইয়ন স্মিথ থাকলে অসাধারণ এই মুহূর্তটিকে অন্য রং দিতে পারতেন।

মালিঙ্গা - নরকিয়া এখন অতীত ! নজির গড়ে চূড়ায় বুমরাহ

সদ্য শেষ হওয়া টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে জসপ্রিত বুমরাহর জন্য একটা বাজে দিনের আশা করেছিলেন মিচেল স্যান্টনাররা । উল্টে শিরোপা লড়াইয়ে দিনে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন ভারতের এই পেসার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিংয়ে গড়ে ফেললেন রেকর্ড।

ভারতের এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের নায়কদের অন্যতম বুমরাহ। আমেদাবাদে রবিবারের ফাইনালে ২৫৫ রানের বিশাল রানের পুঁজি গড়ে ভারত। যার সুবাদে ৯৬ রানের বড় ব্যবধানে জয় পায় আয়োজকরা ।

ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে ১৫৯ রানে অলআউট করতে ভারতের হয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন বুমরাহ। নিজের নির্ধারিত চার ওভারে ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন ৩২ বছর বয়সী এই পেসার। এর ফলে পেসারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড এখন বুমরাহর দখলে । বিশ্ব মঞ্চে ২৬ ম্যাচে তার উইকেট সংখ্যা ৪০টি। এই তালিকায় যৌথভাবে দুই নম্বরে নেমে গিয়েছেন শ্রীলঙ্কান প্রাক্তন লাসিথ মালিঙ্গা ও দক্ষিণ আফ্রিকার এনরিখ নরকিয়া।

উল্লেখ্য বিশ্বকাপে ৩১ ম্যাচে ৩৮ উইকেট নেন মালিঙ্গা। নরকিয়ার ৩৮ উইকেট এসেছে ২১ ম্যাচ খেলেই। তিন নম্বরে যৌথভাবে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি এবং ভারতের আশদীপ সিং।

২৫ ম্যাচে সাউদির উইকেট ৩৬টি। তার সমান উইকেট আশদীপের নিয়েছেন ২২ ম্যাচে।

এদিন টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে কোনো উইকেট পাননি আশদীপ । বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেটের তালিকায় বুমরাহর উপরে রয়েছেন চার স্পিনার ।

২৭ ম্যাচে রাশিদ খানের উইকেট সংখ্যা ৪৩টি। একটি করে উইকেট বেশি নিয়ে যৌথভাবে দুই নম্বরে রয়েছেন অ্যাডাম জ্যাম্পা ও আদিল রশিদ ।

জ্যাম্পার ৪৪ উইকেট এসেছে ২৫ ম্যাচে এবং ৩৮ ম্যাচে ৪৪ উইকেট নিয়েছেন রশিদ। ৪৩ ম্যাচে ৫০ উইকেট নিয়ে এখনও শীর্ষে রয়েছেন সাকিব আল হাসান।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/10/2026 6:37 AM Page 18

মার্চ মাসে গরমের শুরুতেই শরীরের পরিচর্যা

সুস্থ থাকার উপায় লিখছেন সুস্মিতা মজুমদার

মার্চ মাস মানেই শীতের বিদায় এবং গরমের আগমনের সূচনা। এই সময় আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কখনও হঠাৎ গরমে ক্লান্তি, কখনও ত্বকের সমস্যা, আবার কখনও হজমের গোলমাল। তাই গরমের শুরুতেই শরীরের সঠিক পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরি। যদি শুরু থেকেই সঠিক অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে গ্রীষ্মকাল জুড়ে শরীর থাকবে সতেজ ও সুস্থ।নিচে মার্চ মাসে গরমের শুরুতেই শরীরের পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হল।

পর্যাপ্ত জল পান করার অভ্যাস গড়ে তোলা

গরমের শুরুতেই শরীরের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো পর্যাপ্ত জল পান করা। তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করলে শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে।প্রতিদিন অন্তত ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল পান করা উচিত। তবে গরম বেশি হলে এর পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজন। শুধু সাধারণ জল নয়, ডাবের জল, লেবুর শরবত, ফলের রস ইত্যাদিও শরীরকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে।জলশূন্যতা থেকে মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, মাথাব্যথা বা ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। তাই বাইরে বেরোনোর সময় সবসময় একটি জলের বোতল সঙ্গে রাখা ভালো।

হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস

গরমের সময় ভারী ও অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এতে হজমের সমস্যা, অম্বল বা গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে।এই সময় খাবারের তালিকায় বেশি করে রাখতে হবে;

শাকসবজি

ফলমূল

দই

ডাল

তরমুজ, বাঙ্গি, শসা, পেঁপে, আনারসের মতো ফল শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এগুলো শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করতেও কার্যকর।অন্যদিকে খুব বেশি ভাজাপোড়া খাবার, ফাস্ট ফুড এবং অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত।

নিয়মিত স্নান ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

গরমের সময় শরীরে ঘাম বেশি হয়। ফলে শরীর পরিষ্কার না রাখলে ত্বকে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।প্রতিদিন অন্তত এক থেকে দুইবার স্নান করা ভালো। এতে শরীর সতেজ থাকে এবং ঘামের দুর্গন্ধও কমে যায়। গোসলের সময় হালকা সাবান ব্যবহার করা উচিত।এছাড়া নিয়মিত হাত ধোয়া, পরিষ্কার কাপড় পরা এবং শরীরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ত্বকের সঠিক যত্ন নেওয়া

গরমের শুরুতেই ত্বকের যত্ন নেওয়া না হলে রোদে পোড়া, র‍্যাশ বা ব্রণের সমস্যা দেখা দিতে পারে।বাইরে বের হওয়ার আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো। এতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বক রক্ষা পায়। এছাড়া ঘরে ফিরে মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত।

প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য;

অ্যালোভেরা

শসার রস

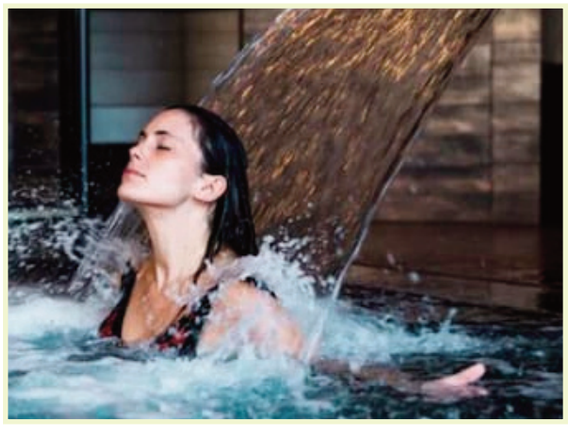

গোলাপজল

ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো ত্বককে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।

হালকা ও আরামদায়ক পোশাক নির্বাচন

গরমের সময় পোশাক নির্বাচনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। খুব বেশি আঁটসাঁট বা সিনথেটিক কাপড়ের পোশাক গরম বাড়িয়ে দিতে পারে।তাই এই সময় সুতির বা কটন কাপড়ের পোশাক পরা সবচেয়ে ভালো। এসব পোশাক ঘাম শোষণ করে এবং শরীরকে আরাম দেয়।বিশেষ করে হালকা রঙের পোশাক গরমে বেশি আরামদায়ক।

পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা

শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গরমের সময় অনেকের ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু প্রতিদিন অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম না হলে শরীরে ক্লান্তি জমে যায়।ঘুমানোর আগে ভারী খাবার না খাওয়া এবং ঘরকে ঠান্ডা ও আরামদায়ক রাখা ভালো। এতে ঘুম ভালো হয়।

নিয়মিত ব্যায়াম করা

গরমের সময় অনেকেই ব্যায়াম করা বন্ধ করে দেন। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম খুবই প্রয়োজন।তবে খুব বেশি গরমে ব্যায়াম না করে সকালবেলা বা সন্ধ্যায় হালকা ব্যায়াম করা ভালো। হাঁটা, যোগব্যায়াম বা স্ট্রেচিং শরীরকে সুস্থ রাখে।ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ভালো হয় এবং শক্তি বাড়ে।সূর্যের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করামার্চ মাস থেকেই সূর্যের তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তাই বাইরে বের হলে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

রোদে বের হলে;

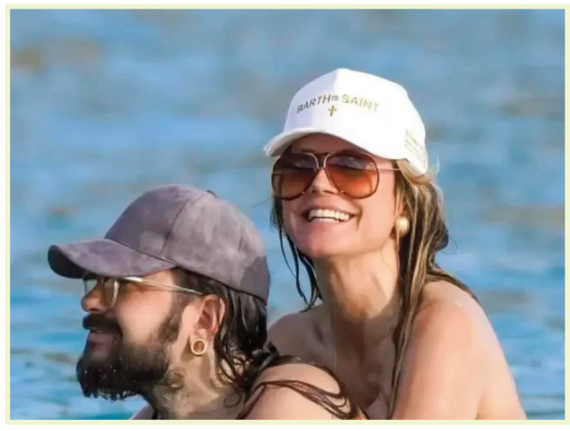

ছাতা ব্যবহার করা

সানগ্লাস পরা

মাথায় টুপি রাখা

এসব অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। এতে রোদে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমে।

গরমজনিত রোগ থেকে সতর্ক থাকা

গরমের সময় কিছু সাধারণ রোগ বেশি দেখা যায়। যেমন;

হিট স্ট্রোক

ডিহাইড্রেশন

খাদ্যে বিষক্রিয়া

ত্বকের সংক্রমণ

এই রোগগুলো এড়াতে পরিষ্কার জল পান করা এবং বাসি খাবার না খাওয়াই সবচেয়ে ভালো উপায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া

শুধু শারীরিক নয়,গরমের সময় মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। অতিরিক্ত গরম অনেক সময় বিরক্তি বা অস্থিরতা তৈরি করে।তাই নিজেকে শান্ত রাখতে;

গান শোনা

বই পড়া

পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো

এসব অভ্যাস ভালো মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ফলমূল ও প্রাকৃতিক পানীয় বেশি খাওয়া

গরমের সময় শরীরকে ঠান্ডা রাখতে ফলমূল ও প্রাকৃতিক পানীয় খুবই উপকারী।

বিশেষ করে;

ডাবের জল

লেবুর শরবত

তরমুজের রস

আম পান্না

এই ধরনের পানীয় শরীরকে সতেজ রাখে এবং জলশূন্যতা দূর করে।

সঠিক সময় বাইরে বের হওয়া

গরমের সময় দুপুরের রোদ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। তাই সম্ভব হলে সকাল বা বিকেলে বাইরে বের হওয়া ভালো।দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে রোদ সবচেয়ে বেশি থাকে। এই সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে না যাওয়াই ভালো।

পরিষ্কার পরিবেশে থাকা

গরমের সময় পরিবেশ পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় জীবাণু দ্রুত ছড়াতে পারে।বাড়ি পরিষ্কার রাখা, খাবার ঢেকে রাখা এবং মশা-মাছির উপদ্রব কমানো প্রয়োজন। এতে অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।মার্চ মাসে গরমের শুরুতেই শরীরের সঠিক পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এই সময়ের ছোট ছোট অসতর্কতা পরবর্তীতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। পর্যাপ্ত জল পান করা, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, ত্বকের যত্ন নেওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা;এই কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই গরমের সময় শরীরকে সুস্থ রাখা সম্ভব। গরমকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং সঠিক অভ্যাস গড়ে তুললে এই সময়টাও আনন্দের সঙ্গে কাটানো যায়। তাই মার্চ মাস থেকেই শরীরের যত্ন নেওয়ার অভ্যাস শুরু করা উচিত। এতে পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়েই শরীর থাকবে সুস্থ, সতেজ এবং প্রাণবন্ত।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।